পরিপূর্ণ হইয়া মনুষ্যদিগের অনুবর্ত্তী থাকেন। কিন্তু অন্যান্য যুগে ক্রমশঃ তাঁহার এক এক পাদ ভগ্ন হইয়া অধর্ম্মের এক এক পাদ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।[১]

বৎস! ত্রিলোকের বহির্ভাগস্থ মহর্লোক প্রভৃতি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত লোকসমূহে যে যুগচতুষ্টয় প্রচলিত আছে, তাহার সহস্র ব্রহ্মার এক দিন।[২] তাঁহার রাত্রির পরিমাণও সেই-রূপ চারি সহস্র যুগ। ঐ রাত্রিকালে বিশ্বস্রষ্টা নিদ্রা সম্ভোগ করেন।

অনন্তর নিশার অবসান হইলে পুনর্বার লোকসৃষ্টি আরব্ধ হয়। ঐ সৃষ্টি যত কাল চতুর্দ্দশ মনু ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে[৩] তত কাল ব্রহ্মার এক দিন। প্রত্যেক মনু আপন আপন কাল, অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক একসপ্ততি যুগ, ভোগ করেন। মন্বন্তরসমূহে মনু ও তদ্বংশীয় রাজা সকল ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হন; কিন্তু সপ্তর্ষিগণ, দেবতাগণ, ইন্দ্রগণ এবং ইন্দ্রগণের অনুবর্ত্তী গন্ধর্ব্ব-গণ; ইঁহারা সকলে এক কালেই সমুদ্ভূত হন।

বিদুর! এই যে সৃষ্টির কথা কহিলাম; ইহাই ব্রহ্মার প্রাত্যহিক সৃষ্টি। লোকত্রয় ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তির্য্যক্ জাতি, মনুষ্য, পিতৃ ও দেবগণ আপন আপন কর্ম্মনিবন্ধন ইহাতেই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বৎস! ভগবান্ মন্বন্তরনিকরে সত্ত্বগুণ অবলম্বন করত মনু প্রভৃতি আপন মূর্ত্তি দ্বারা পুরুষাকার প্রকটীকৃত করিয়া এই

---

১ এ স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে, ধর্ম্ম বাস্তবিক সঙ্কুচিত হন না। তাঁহার প্রতি মনুষ্যের বৈরাগ্য জন্মিতে থাকে।

২ অর্থাৎ, তদ্রূপ চারিসহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন।

৩ অর্থাৎ, যাবৎ কালে চতুর্দ্দশ মনু উৎপন্ন ও বিলীন হন।

বিশ্ব পালন করেন। অনন্তর দিবা অবসান হইলে তমোলেশ গ্রহণ করত কথঞ্চিৎ আপন বিক্রম সংহার করেন। সেই সময় যাবতীয় পদার্থ কালবশে তাঁহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়; সুতরাং তিনি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করেন। নিশাগমে ভগবান্ এই রূপে অন্তর্হিত হইলে পর, ভূরাদি লোকত্রয়ও তিরোহিত হয়। পরে, ভগবচ্ছক্তিরূপ সঙ্কর্ষণের মুখাগ্নিদ্বারা ত্রিলোক যখন দগ্ধ হইতে থাকে, ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ তখন সেই উৎতাপে তাপিত হইয়া মহর্লোক পরিত্যাগ করত জনলোকে প্রস্থান করেন। এ দিকে প্রলয়-কালের প্রবৃত্তি-নিবন্ধন সাতিশয়-বৃদ্ধি-প্রাপ্ত সমুদ্র-সমূহে উৎকট-ক্ষোভজনক তরঙ্গমালা সমুত্থিত হইয়া ত্রিভুবন প্লাবিত করে। সেই সময় হরি সেই সলিলের অভ্যন্তরস্থ অনন্তশয্যায় যোগনিদ্রা অবলম্বন করত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকেন। জন-লোকবাসী ঋষিগণ তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করেন।

বিদুর! কালের গতি দ্বারা যে অহঃ এবং রাত্রির কথা কহিলাম, তদ্দ্বারা পরিমিত বৎসরের এক শত বৎসরমাত্র প্রত্যেক প্রাণীরই পরমায়ু। ব্রহ্মার পরমায়ু প্রায় ক্ষয় হই-য়াছে। কারণ, তাঁহার আয়ুর পূর্ব্বার্দ্ধ গত হইয়াছে। অপরার্দ্ধ এক্ষণে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। পূর্ব্বার্দ্ধের প্রথমে যে ব্রাহ্মনামে মহৎ কল্প হয়, ব্রহ্মা সেই কল্পে শব্দব্রহ্ম নামে উৎপন্ন হন। আর, উহার অন্তে যে কল্প হয়, তাহার নাম পাদ্ম কল্প; কারণ, ঐ কল্পে ভগবানের নাভিরূপ সরোবর হইতে লোক-পদ্ম আবির্ভূত হয়।

অপরার্দ্ধের প্রথমে যে কল্প প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার

নাম বারাহ কল্প; কারণ ঐ কল্পে হরি শূকরবিগ্রহ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিদুর! এই যে দ্বিপরার্দ্ধনামক কালের কথা কহিলাম, ইহা কার্য্যোপাধিশূন্য সুতরাং অনন্ত, অনাদি ও জগৎকারণ পরমেশ্বরের নিমেষ বলিয়া কেবল কথিত হইয়া থাকে।[১] আর, এই পরমাণু অবধি দ্বিপরার্দ্ধ পর্য্যন্ত কাল দেহাভিমানী জীবগণেরই প্রভু; পরিপূর্ণ ঈশ্বরের উপর কোন প্রভুতাই প্রকাশ করিতে পারে না।

বিদুর! অষ্টপ্রকৃতি-[২]সংযুক্ত এবং ষোড়শ বিকারে[৩] আরব্ধ এই যে ব্রহ্মাণ্ড, ইহার অভ্যন্তর কোটি-যোজন-বিস্তৃত; এবং ইহার বহির্ভাগ পৃথিবী প্রভৃতি সপ্ত পদার্থে আবৃত। ঐ সপ্ত পদার্থের পরিমাণও অল্প নহে; ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ অপেক্ষা ক্রমশঃ দশগুণ অধিক। এইরূপ কোটি কোটি এবং রাশি রাশি ব্রহ্মাণ্ড যাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া পরমাণুর ন্যায় লক্ষ্য হইয়া থাকে, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই অক্ষর এবং নিখিল কারণের কারণস্বরূপ পরব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। বৎস! তিনিই পরম পুরুষ শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ।

কালের স্বরূপ-কথন-নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ অর্থাৎ, ইহাদ্বারা তাঁহার পরমায়ু পরিগণিত হয় না।
২ প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র।
৩ একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

মৈত্রেয় বলিলেন, বিদুর! পরমাত্মার কালনামক মহিমা তোমার নিকট এই বর্ণন করিলাম। বেদগর্ভ ব্রহ্মা যে যে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সমুদায় উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। আদিস্রষ্টা ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে অন্ধতামিস্র,[১] তামিস্র,[২] মহামোহ,[৩] মোহ,[৪] এবং তমঃ[৫] এই সকল অবিদ্যাবৃত্তি সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু এই সৃষ্টিকে পাপভূয়িষ্ঠ দর্শন করিয়া, তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন না। সুতরাং ভগবদ্ধ্যানযোগে মনকে পবিত্র করিয়া আত্মভূ তদ্দ্বারা ক্রিয়ারহিত, ঊর্দ্ধরেতা সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমারনামক মুনিদিগকে সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টি করিয়া সেই সকল পুত্রকে আদেশ করিলেন, বৎসগণ! তোমরা প্রজা সৃষ্টি কর। কিন্তু তাঁহারা সকলেই মোক্ষ-ধর্ম্মাবলম্বী এবং নারায়ণপরায়ণ ছিলেন। সুতরাং সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন না।

পুত্রগণ আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া এই প্রকারে অপমান করিলে পর, ব্রহ্মার দুর্বিসহ ক্রোধ জন্মিল। কিন্তু তিনি উহা দমন করিতে চেষ্টা করিলেন। প্রজাপতি বুদ্ধিপূর্ব্বক ক্রোধ দমন করিতে যত্ন করিলেন বটে; তথাপি উহা তাঁহার ভ্রূযুগলের মধ্যদেশ হইতে তৎক্ষণাৎ নীললোহিত কুমাররূপে বহির্গত

---

১ ভোগেচ্ছা নষ্ট হইলে, "আপনিও নষ্ট হইলাম" এইরূপ জ্ঞান।

২ ভোগেচ্ছায় ব্যাঘাত ঘটিলে ক্রোধ। ৩ ভোগেচ্ছা।

৪ দেহাদিতে অহংবুদ্ধি। ৫ স্বরূপের অপ্রকাশ।

হইল। সেই আদিদেব ভগবান্ নীললোহিত রুদ্র ক্রন্দন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হে জগদ্‌গুরো! আমার নাম ও ধাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিউন। পদ্মযোনি ভগবান্ তাঁহার সেই বাক্য রক্ষা করিয়া সান্ত্বনা বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি রোদন করিও না। যাহা প্রার্থনা, করিলে আমি তাহা করিয়া দিতেছি। হে সুরশ্রেষ্ঠ! তুমি এইমাত্র উদ্বিগ্ন বালকের ন্যায় রোদন করিলে, অতএব প্রজাগণ তোমাকে রুদ্র বলিয়া জানিবে। হৃদয়, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মহী, সূর্য্য, চন্দ্র, ও তপস্যা, এই সকল তোমার স্থান। আমি তোমার নিমিত্ত পূর্ব্বেই এই সমস্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি। মনু্য, মনু, মহিনস্, মহান্, শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতা, ভব, কাল, বামদেব, ও ধৃতব্রত, এই সকল তোমার নাম। আর, ধী, ধৃতি, রসলোমা, নিযুৎসর্পি, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী, দীক্ষা ও রুদ্রাণী; রুদ্র! এই সকল তোমার স্ত্রী। তুমি এই সকল স্থান, নাম ও পত্নী গ্রহণ কর; এবং এই পত্নীদিগের দ্বারা প্রজা সৃষ্টি কর। কারণ, তুমি প্রজাপতি।

ভগবান্ নীললোহিত নিজগুরুর এইরূপ আদেশ পাইয়া আপন বল, আকৃতি [১] ও স্বভাব [২] অনুসারে আপনার তুল্য প্রজা সৃষ্টি করিলেন।

রুদ্রগণ এইরূপে রুদ্রকর্ত্তৃক যূথে যূথে সৃষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত করত নিখিল জগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন। তাহা দর্শন করিয়া প্রজাপতির আশঙ্কা জন্মিল। তিনি ত্রস্ত

---

১ নীললোহিত। ২ উগ্রতা—তীব্রতা।

হইয়া রুদ্রকে কহিলেন, হে সুরোত্তম! এই সকল রুদ্রেরা প্রদীপ্ত চক্ষুর্দ্বারা আমার সহিত এই সমস্ত বিশ্ব দগ্ধ করিতেছেন। অতএব এরূপ প্রজা সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই। যাহাতে সর্ব্ব ভূতের সুখবৃদ্ধি হইতে পারে, তুমি এরূপ তপস্যা আচরণ কর। তোমার মঙ্গল হউক্। প্রজাগণ পূর্ব্বে যেপ্রকার ছিল, তপস্যাদ্বারা তুমি তাহাদিগকে পুনর্বার সেইপ্রকার সৃষ্টি করিতে পারিবে। মনুষ্য তপস্যাদ্বারাই সেই সর্ব্ব ভূতের হৃদয়-শায়ী, পরম-জোতির্ম্ময় অধোক্ষজ ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকে।

মৈত্রেয় বলিলেন, রুদ্র আত্মভূ বাচস্পতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, "তাহাই করিব" বলিয়া স্বীকার করত তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তপস্যা করিবার নিমিত্ত বনে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর স্বয়ম্ভু ভগবানের শক্তি-সমন্বিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমি কিরূপে সৃষ্টি করিব।" ইতিমধ্যে লোক-বিস্তারের হেতুভূত মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদ নামে তাঁহার দশ পুত্র উৎপন্ন হইলেন। নারদ ব্রহ্মার ক্রোড় হইতে; দক্ষ অঙ্গুষ্ঠ হইতে; বশিষ্ঠ প্রাণ হইতে; ভৃগু ত্বক হইতে; ক্রতু কর হইতে; পুলহ নাভি হইতে; পুলস্ত্য কর্ণ হইতে; অঙ্গিরা মুখ হইতে; অত্রি নেত্র হইতে এবং মরীচি মন হইতে উদ্ভূত হইলেন। তাঁহার স্তনে নারায়ণ স্বয়ং অধিষ্ঠান করিতেছেন। সেই স্থান হইতে ধর্ম্ম উৎপন্ন হইলেন। আর, তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্ম্ম জন্মগ্রহণ করিল। লোকের ভয়াবহ মৃত্যু সেই অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়।

অপর, ব্রহ্মার হৃদয় হইতে কাম; ভ্রূদ্বয় হইতে ক্রোধ; অধরোষ্ঠ হইতে লোভ; বদন হইতে বাক্য; মেঢ্র হইতে সমুদ্র; এবং পায়ু হইতে পাপাশ্রয় নরক উৎপন্ন হইল। দেবহূতির স্বামী কর্দ্দম মুনি তাঁহার ছায়া হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন। জগৎ এইরূপে স্বয়ম্ভুর মন ও দেহ হইতে উদ্ভূত হইল।

বিদুর! বাণী নামে ব্রহ্মার এক ক্ষীণাঙ্গী দুহিতা ছিল। প্রজাপতি তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অভিলাষী হইলেন। কিন্তু কন্যার পিতার প্রতি কামনা ছিল না।

মরীচি প্রভৃতি পুত্রগণ পিতার এইরূপ অধর্ম্মপ্রবৃত্তি নিরীক্ষণ করিয়া, বিনয়বাক্যে তাঁহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, পিতঃ! আপনি প্রভু;[১] তথাপি আপনি মদনকে দমন না করিয়া কন্যা সম্ভোগ করিতে অভিলাষ করিলেন! আপনার পূর্ব্বে কেহ এরূপ কর্ম্ম করেন নাই এবং পরেও কেহ করিবেন না। আপনি তেজস্বী বটেন; কিন্তু এরূপ কার্য্য তেজস্বী ব্যক্তিরও যশের নিমিত্ত নহে। কারণ, মনুষ্য তেজস্বীর আচরণ অনুকরণ করিয়াই সুখী হইবে। (অথবা এ বিষয়ে আমাদিগের কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই।) যে ভগবান্ আপন জ্যোতির্দ্বারা আত্মস্থ বিশ্ব প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি। তিনি আপনিই ধর্ম্ম পালন করিবেন। কারণ উহা তাঁহারই উচিত কর্ম্ম।

নিজপুত্র প্রজাপতিগণ সম্মুখবর্ত্তী হইয়া এইরূপ কহিলে পর, ব্রহ্মা লজ্জাবশতঃ তনু ত্যাগ করিলেন। দিক্ সকল সেই ঘোর তনু গ্রহণ করিল। উহাকেই অন্ধকারময় নীহার কহিয়া থাকে।

---

১ অর্থাৎ—আপনি আত্মদমন করিতে পারেন।

বিদুর! ব্রহ্মা অপর এক সময় চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে পূর্ব্বে প্রজাসকল যেরূপ পরস্পর সুসংবদ্ধ ছিল; আমি কি প্রকারে তাহাদিগকে পুনর্বার সেইরূপ সৃষ্টি করিব। ইতিমধ্যে তাঁহার চারি মুখ হইতে চাতুর্হোত্র[১] কর্ম্মতন্ত্র[২] উপবেদ, নীতি, ধর্ম্মের পাদচতুষ্টয়, আশ্রম ও আশ্রমবৃত্তির[৩] সহিত বেদ সকল সমুদ্ভূত হইল।

বিদুর বলিলেন, তপোধন! আপনি বলিলেন, বিশ্বস্রষ্টা মুখ হইতে বেদাদি সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু কোন্ কোন্ মুখ হইতে কি কি সৃষ্টি করিলেন, আপনি এক্ষণে তাহা উল্লেখ করুন।

মৈত্রেয় বলিলেন, ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব নামে চারি বেদ এবং শস্ত্র,[৪] ইজ্যা,[৫] স্তুতিস্তোম,[৬] ও প্রায়শ্চিত্ত[৭] তাঁহার পূর্ব্ব প্রভৃতি মুখচতুষ্টয় হইতে ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হইল। আর আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ[৮] ও স্থাপত্য-বেদ;[৯] এই সমস্তও ঐ প্রকারে তাঁহার পূর্ব্বাদিমুখ হইতে ক্রমান্বয়ে উদ্ভূত হইল। যাবতীয় ইতিহাস ও পুরাণের নাম পঞ্চম বেদ। সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর উহা তাঁহার সকল মুখ হইতে সৃষ্টি করিলেন। অপর, ষোড়শী ও উক্থ;[১০] পুরীষী;[১১] অগ্নিষ্টোম;[১২] আপ্তোর্য্যামা;[১৩] অতিরাত্র;[১৪] বাজপেয় ও গোসব[১৫] এই সকল

---

১ হোত্রপ্রভৃতি চতুষ্টয়ের কার্য্য।　　২ যজ্ঞ-বিস্তার।

৩ বৃত্তি — আচরণ। অর্থাৎ, কোন্ কোন্ আশ্রমে কিপ্রকার আচরণ করিতে হয়।　　৪ যে স্তোত্রে মন্ত্র গীত হয় না। উহা হোতার কার্য্য।

৫ অধ্বর্য্যুর কার্য্য।

৬ সঙ্গীতের সহিত স্তোত্র এবং সেই কার্য্যের নিমিত্ত যে সকল ঋক্ উচ্চারিত হয়।　　৭ ইহা ব্রহ্মার কার্য্য।　　৮ সঙ্গীতবিদ্যা।

৯ স্থপতি (রাজমিস্ত্রিদিগের) বিদ্যা।

১০ যজ্ঞাঙ্গ প্রধান কর্ম্মবিশেষ।　　১১ অগ্নিচয়ন।　　১২ যাগবিশেষ।

১৩ যজ্ঞবিশেষ।　　১৪ যজ্ঞবিশেষ।　　১৫ গোমেধ

যজ্ঞকর্ম্ম বিশ্বস্রষ্টার পূর্ব্বমুখ হইতে উৎপন্ন হইল। বিদুর! প্রজাপতি ক্রমে শৌচ, দয়া, তপস্যা ও সত্য নামে ধর্ম্মের চারি পাদ এবং ভিন্ন ভিন্ন আশ্রম ও আশ্রমবৃত্তিসকল সৃষ্টি করিলেন। সাবিত্র,[১] প্রাজাপত্য,[২] ব্রাহ্ম,[৩] বৃহৎ,[৪] বার্ত্তা,[৫] সঞ্চয়,[৬] শালীন[৭] ও শিলোঞ্ছ[৮] এই সকল বৃত্তিও তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইল। গৃহস্থেরা এই সকল বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন। এতদ্ভিন্ন বৈখানস[৯] বালিখিল্য[১০] ঔডুম্বর[১১] ও ফেনপ[১২] এই চারিপ্রকার বনস্থ এবং কুটীচক,[১৩] বহূদক,[১৪] হংস[১৫] ও নিষ্ক্রিয়[১৬] এই কএক সংসারত্যাগীও সেই ব্রহ্মা হইতে জন্ম গ্রহণ করিলেন।

(ইঁহাদিগের মধ্যে উত্তরোত্তর ব্যক্তি ক্রমশঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।)

অপর আন্বিক্ষিকী,[১৭] ত্রয়ী,[১৮] বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি এবং

---

১ ব্রহ্মচর্য্য।

২ উপনয়ন হইতে গায়ত্রী অধ্যয়নকারী ব্যক্তির ত্রিরাত্র ব্রত।

৩ ব্রতাচরণশীল ব্যক্তির সংবৎসরের মধ্যে বেদ গ্রহণ।

৪ নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচর্য্য। ৫ অনিষিদ্ধ-কৃত্য। ৬ যাজনাদি বৃত্তি।

৭ অযাচিত বৃত্তি।

৮ ভূমিপতিত শস্যকণা ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করা।

৯ কৃষিকার্য্যদ্বারা যাহা উৎপন্ন হয়, তদ্ভিন্ন শস্যাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করা।

১০ যাঁহারা নূতন অন্ন প্রাপ্ত হইলে পূর্ব্বসঞ্চিত অন্ন ত্যাগ করেন।

১১ যাঁহারা, প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া যে দিক দর্শন করেন সেই দিক্ হইতে দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া ভক্ষণ করত জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।

১২ যাঁহারা, যে সকল ফল স্বয়ং পতিত হয়, তাহা ভক্ষণ করিয়া জীবিকা ধারণ করেন।

১৩ যাঁহারা আপন আশ্রমধর্ম্মকেই প্রধান বলিয়া জ্ঞান করেন।

১৪ যাঁহারা কর্ম্মকে উপলক্ষ করিয়া জ্ঞানাভ্যাস করেন।

১৫ জ্ঞানাভ্যাসনিষ্ঠ। ১৬ যাঁহারা তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন।

১৭ তর্কবিদ্যা ন্যায়বিদ্যা। ১৮ বেদত্রয়—ঋক্, সাম ও যজু।

ব্যাহৃতি-চতুষ্টয় [১] ও প্রণব [২] তাঁহার হৃদয়াকাশ হইতে আবির্ভূত হইল।

এইরূপ বিভুর লোম হইতে উষ্ণিক্; ত্বক্ হইতে গায়ত্রী; মাংস হইতে ত্রিষ্টুপ্; স্নায়ু হইতে অনুষ্টুপ্; অস্থি হইতে জগতী; মজ্জা হইতে পঙ্ক্তি এবং প্রাণ হইতে বৃহতী ছন্দ উৎপন্ন হইল।

বিদুর! ব্রহ্মার জীব স্পর্শবর্ণ; দেহ স্বরবর্ণ; ইন্দ্রিয় উষ্মবর্ণ;[৩] এবং বল অন্তস্থ বর্ণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ষড়্জ প্রভৃতি যে সপ্ত স্বর আছে, প্রজাপতি আপন ক্রীড়া হইতে ঐ কএকটীকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

কৌরব! এই যে শব্দব্রহ্মের কথা কহিলাম, ইনি অব্যক্ত [৪] ও ব্যক্ত;[৫] এই উভয়াত্মক। ইঁহা হইতেই অবিতত [৬] ও নানা শক্তি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত [৭] ব্রহ্ম প্রকাশ পান।

হে কৌরব! ব্রহ্মার যে পরিত্যক্ত শরীর নীহাররূপে পরিণত হইয়াছিল, তিনি তদ্ভিন্ন অন্য এক শরীর গ্রহণ করিয়া পুনর্বার সৃষ্টিবিষয়ে মনোযোগ করিলেন। ঋষিদিগের বীর্য্য অত্যন্ত অধিক; প্রজাপতি ইহা অবগত ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছেন না দেখিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! আমি সর্ব্ব স্থানই ব্যাপিয়া আছি; তথাপি আমার প্রজা বৃদ্ধি পাইতেছে না। নিশ্চয় বোধ হইতেছে, দৈবই এ বিষয়ের বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছেন।

---

১ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ও মহঃ অথবা ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ এবং এই তিনের সমষ্টি।
২ ওঁকার।　　৩ শ, ষ, স ও হ।
৪ প্রণব।　　৫ অর্থাৎ, বৈখরীনামে বাক্যরূপ ভাষা।
৬ ব্রহ্মমাত্র। তদ্রূপে অব্যক্ত শব্দব্রহ্ম হইতে প্রকাশ পান।
৭ ইন্দ্রিয়াদিরূপ। তদ্রূপে ব্যক্ত শব্দব্রহ্ম হইতে প্রকাশ পান।

বিদুর! ব্রহ্মা এইরূপে উপযুক্ত কর্ম্মের সাধন এবং দৈবের প্রতি দৃষ্টি করাতে, তাঁহার সেইরূপ দুই ভাগে বিভক্ত হইল। এই নিমিত্তই দেহকে অদ্যাপি "কায়"[১] কহিয়া থাকে।

ব্রহ্মার রূপের সেই দুই ভাগ হইতে মিথুন উৎপন্ন হইল। তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি পুরুষ হইলেন তাঁহার নাম স্বায়ম্ভুব মনু। আর, যিনি স্ত্রী হইলেন তাঁহার নাম শতরূপা। শতরূপা মনুর মহিষী হইলেন। তখন মিথুন-ধর্ম্মদ্বারা প্রজাবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

ভারত! মনু শতরূপাতে পাঁচটী অপত্য উৎপাদন করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে দুইটী পুত্র;—প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ; এবং তিনটী কন্যা;—আকুতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। মনু আকুতিকে রুচির এবং মধ্যমা দেবহূতিকে কর্দ্দমের, হস্তে সমর্পণ করিলেন। আর, কনিষ্ঠা প্রসূতির দক্ষের সহিত বিবাহ দিলেন। দক্ষের সন্তানেই জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে।

সৃষ্টি-বর্ণন-নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ ক শব্দের একটী অর্থ ব্রহ্মা। স্ত্রীপুরুষ ব্রহ্মার রূপ হইতে উৎপন্ন হইল; এই নিমিত্ত দেহের নাম কায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শুক বলিলেন রাজন্! কৃষ্ণকথায় কুরুনন্দন বিদুরের অতিশয় আদর ছিল। সুতরাং তিনি মৈত্রেয়ের নিকট পবিত্র কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনে! ব্রহ্মার প্রিয় পুত্র সম্রাট্ স্বায়ম্ভুব মনু পত্নী প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে কি কার্য্য করিলেন? আমি শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণ করিব; আপনি আমার নিকট সেই আদিরাজ রাজর্ষির চরিত্র উল্লেখ করুন। হে সত্তম! (শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করিবার আবশ্যকতাও আছে।) কারণ, ইহাতে হরিকথার সংশ্রব আছে। মনুষ্যেরা বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যে শাস্ত্র অভ্যাস করেন সেই শাস্ত্রে পণ্ডিতেরা আদরের সহিত যথার্থই কহিয়াছেন যে, যে যে ব্যক্তির হৃদয়ে হরির পাদারবিন্দ বিরাজিত রহিয়াছে, সেই সেই ব্যক্তির গুণানুবাদ শ্রবণ করিতে হয়।

শুক বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠ-[১]স্বরূপ বিদুর এইরূপ বিনীতভাবে মৈত্রেয়কে হরিকথাকথনে নিযুক্ত করিলে পর আনন্দবশতঃ মুনির গাত্রে রোমোদ্গম হইল। তিনি পুলকিত হইয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন, বিদুর! স্বায়ম্ভুব মনু ভার্য্যার সহিত উৎপন্ন হইয়া বেদগর্ভ ব্রহ্মাকে নমস্কার করিলেন। অনন্তর অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া কহিলেন, পিতঃ! আপনি একাকীই সকল ভূতের জন্মদাতা ও প্রতিপালক বটেন; তথাপি[২] আপনার সন্তান আমরা কিরূপে আপনার সেবা

---

১ যাহার উপর পদ রক্ষা করা যায়।

২ অর্থাৎ, যদ্যপি আপনি অন্যের অপেক্ষা করেন না, তথাপি।

করিব? আজ্ঞা করুন। হে পূজ্য! আমরা নিজশক্তিসাধ্য কোন্ কার্য্য সাধন করিলে আমাদিগের ইহ লোকে বিশ্বব্যাপী যশ এবং পরলোকে সদ্গতি হইবে? আদেশ করুন্। ব্রহ্মা বলিলেন, হে ক্ষিতীশ্বর! হে বৎস! তুমি "আমাকে উপদেশ করুন" বলিয়া স্বয়ং প্রার্থনা করিলে। অতএব আমি তোমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। তোমাদিগের স্ত্রীপুরুষের মঙ্গল হউক্। হে বীর! পুত্রেরা পিতার এইরূপ সম্মানই করিবে; এবং মাৎসর্য্যশূন্য [১] ও মনোযোগী হইয়া এইপ্রকার আদরপূর্ব্বকই তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে। বৎস! তুমি তোমার এই ভার্য্যাতে আত্মসদৃশ গুণবান্ অপত্য উৎপাদন করিয়া ধর্ম্মপূর্ব্বক পৃথিবী শাসন, এবং যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা কর। নৃপ! প্রজা পালন করিলেই তোমার উত্তমরূপে আমার সেবা করা হইবে; এবং তজ্জন্য হৃষীকেশও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন। যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ জনার্দ্দন যাহার কার্য্যে সন্তুষ্ট না হন, সে নিজেও তাহাতে প্রীতি অনুভব করিতে পারে না। (কারণ, সকলই সেই ভগবান্।) অতএব সে কার্য্যে এই সকল ব্যক্তির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

মনু বলিলেন, হে পাপনাশন! যেরূপ আদেশ করিলেন, আমি সেইরূপই অনুষ্ঠান করিব। কিন্তু প্রভো! প্রজাদিগের ও আমার নিমিত্ত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিউন। মহী সর্ব্ব ভূতেরই বাসস্থান বটেন; কিন্তু দেব! তিনি এক্ষণে সলিলগর্ভে নিমগ্ন হইয়াছেন। অতএব সেই দেবীর উদ্ধারের নিমিত্ত যত্ন করুন।

---

১ অর্থাৎ, সনকাদিও তোমার পুত্র; কিন্তু তাহারা তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করে নাই অতএব আমি কেন করিব; এইরূপ মাৎসর্য্য।

মৈত্রেয় বলিলেন, ব্রহ্মা পৃথিবীকে জলমগ্ন দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কিরূপে ইঁহাকে উদ্ধার করিব? আমি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলাম; কিন্তু পৃথিবী জলে প্লাবিত হইয়া রসাতলে গমন করিলেন। এক্ষণে কি কর্ত্তব্য? ভগবান্ ত আমাদিগকে সৃষ্টি করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি যে পরমেশ্বরের হৃদয়াকাশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছি, প্রার্থনা করি, তিনিই আমার কর্ত্তব্য সাধন করুন।

হে অনঘ! ব্রহ্মা এইপ্রকার চিন্তা করিতেছেন, ইতিমধ্যে তাঁহার নাসা-বিবর হইতে অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ এক সূক্ষ্ম বরাহ নির্গত হইল; এবং ক্ষণকাল আকাশে অবস্থিতি করিয়া দেখিতে দেখিতেই এক হস্তিপরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। সুতরাং সেই এক অতি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া উঠিল। ব্রহ্মা, মনু ও মরীচি প্রভৃতি পুত্রগণের সহিত সেই শূকররূপ নিরীক্ষণ করিয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, অহো! কি আশ্চর্য্য! কোন্ দিব্য প্রাণী শূকর বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া আমার নাসা-বিবর হইতে আবির্ভূত হইলেন! ইনি যখন বহির্গত হইলেন তখন পরিমাণে এক অঙ্গুষ্ঠমাত্র ছিলেন; কিন্তু দেখিতে দেখিতেই ক্ষণকালমধ্যে বৃহৎ-পাষাণ-পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইলেন! যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ কি (নিজরূপ গোপন করিয়া) আমার চিত্ত ব্যাকুলিত করিতেছেন?

ব্রহ্মা পুত্রগণের সহিত একত্রে এইপ্রকার তর্ক বিতর্ক করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে গিরীন্দ্রতুল্য সেই যজ্ঞপুরুষ ভগবান্ তাঁহাদিগের সমক্ষে গর্জ্জন করিলেন। হরি সেই গগনস্পর্শী গর্জ্জনদ্বারা চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ করিয়া সেই সকল দ্বিজ-

শ্রেষ্ঠদিগকে এবং ব্রহ্মাকে আনন্দিত করিলেন। জন, তপঃ ও সত্যলোক-নিবাসী ঋষিসকল স্বস্বখেদ-নাশক মায়াময় শূকরের সেই ঘর্ঘর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া পবিত্র বেদত্রয় উচ্চারণ করত স্তব করিতে লাগিলেন।

বেদ-দ্বারাই ভগবানের মূর্ত্তির স্তব করিতে হয়। সুতরাং বরাহ ঋষিদিগের বেদধ্বনিকে আপনার গুণানুবাদ জ্ঞান করিয়া পুনর্বার গর্জ্জন করত, দেবতাদিগের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত গজেন্দ্রলীলায় জলে প্রবেশ করিলেন। পৃথিবীর উদ্ধার-কর্ত্তা কঠিনকলেবর শূকর সেই সময় পুচ্ছ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া আকাশে লম্ফ প্রদান করিলেন; ভীষণ সটা কম্পিত করিতে লাগিলেন; খুরদ্বারা অভ্রবৃন্দ কর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং দৃষ্টিক্ষেপদ্বারা জ্যোতিঃ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ-রোমরাজি-বিরাজিত ত্বক্ ও শুক্র দংষ্ট্রা কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিল! বিদুর! শূকরমূর্ত্তি কেবল ছল-মাত্র। যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ আপনিই পৃথিবীর পদবী অন্বেষণ করিতে করিতে জলে প্রবেশ করিলেন। দংষ্ট্রা থাকাতে তাঁহার মূর্ত্তি দেখিতে অতি ভয়ানক হইয়াছিল বটে; কিন্তু জল-প্রবেশ-সময়ে তিনি প্রশান্ত দর্শনে স্তবকারী ঋষি-দিগকে দর্শন করিতে করিতে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার সেই নিপতিত বজ্রময়-পর্ব্বত-সদৃশ অতি-কঠিন অঙ্গের আঘাতে সমুদ্রের কুক্ষি বিদীর্ণ হইয়া গেল। জলনিধি যেন তাহাতেই ব্যথিত হইয়া উত্তুঙ্গ-তরঙ্গ-ময় বাহু উত্তোলন করত ভীম নাদে আর্ত্তের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিলেন, "হে যজ্ঞেশ্বর! আমাকে রক্ষা কর; রক্ষা কর।"

যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ (এই রূপে জলে প্রবেশ করিয়া) ক্ষুরপ্রসদৃশ খুরদ্বারা অপার জলরাশির এক দিক্ হইতে অন্য দিক্ পর্য্যন্ত বিদারণ করিয়া অবশেষে দর্শন করিলেন ; প্রলয়সময়ে জলমধ্যে শয়ন করিয়া তিনি যে ধরাকে জঠরে ধারণ করিয়াছিলেন, সর্ব্ব ভূতের আধারভূতা সেই ধরিত্রী রসাতলে অবস্থিতি করিতেছেন। তখন তিনি তাঁহাকে নিজ দংষ্ট্রায় বিলগ্ন করিয়া উত্থিত হইলেন। সেই সময় তাঁহার কি অপূর্ব্ব শোভাই হইল!

বিদুর! জলমধ্যে অসহ্যবিক্রম আদিদৈত্য গদা উত্তোলন করিয়া বরাহরূপী ভগবান্‌কে সংহার করিতে আগমন করিল। তাহাতে তাঁহার তীব্র ক্রোধ সুদর্শনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মৃগপতি যেরূপ গজপতিকে সংহার করিয়া থাকে, তিনি সেইরূপ অবলীলাক্রমে তাহাকে বিনাশ করিলেন। তাঁহার তুণ্ড ও গণ্ড-স্থল রুধিরে আরক্ত হইয়া উঠিল; বোধ হইল যেন গজরাজ গৈরিক খণ্ড বিদারণ করিয়া নিবৃত্ত হইল।

কৌরব! জগদীশ্বর তমালের ন্যায় নীলবর্ণ শূকর-বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া গজেন্দ্রলীলায় আপন দংষ্ট্রা দ্বারা ধরণী উদ্ধার করিলেন ; দর্শন করিয়া বিরিঞ্চি ও অন্যান্য মুনিগণ অঞ্জলি বদ্ধ করত বেদবাক্য তুল্য বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, হে অজিত! হে যজ্ঞভাবন! আপনি জয়ী হইলেন ; জয়ী হইলেন। আপনি বেদময়ী এই মূর্ত্তি প্রকম্পিত করিতেছেন ; আমরা আপনাকে নমস্কার করি। আপনার রোমকূপে সাগরসকল প্রলীন হইয়াছিল।

এক্ষণে ধরিত্রীর উদ্ধারের নিমিত্ত আপনি এই শূকরমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা আপনাকে নমস্কার করি। দেব! আপনার এই মূর্ত্তি যজ্ঞময়। সুতরাং দুষ্কৃতাত্মা ব্যক্তিসকল আপনার এই মূর্ত্তি দর্শন করিতে সমর্থ নহে। আপনার এই রূপের ত্বকে ছন্দ; রোমে বর্হি;[১] নয়নে আজ্য;[২] পাদচতুষ্টয়ে চাতুর্হোত্র; তুণ্ডে স্রুক্;[৩] নাসাদ্বয়ে স্রুব;[৪] উদরে ইড়া;[৫] কর্ণরন্ধ্রে চমস;[৬] মুখে প্রাশিত্র;[৭] এবং মুখবিবরে সোমপাত্র;[৮] প্রকাশ পাইতেছে। হে ভগবন্! আপনি যে চর্ব্বণ করেন, তাহাই আমাদিগের অগ্নিহোত্র। বিভো! আপনার বারংবার অনুজন্ম[৯] আমাদিগের দীক্ষা[১০]। অপর, আপনার গ্রীবাদেশ উপসদ;[১১] দংষ্ট্রা প্রায়ণীয়া[১২] ও উদয়নীয়া;[১৩] জিহ্বা প্রবর্গ;[১৪] শিরোদেশ সভ্য[১৫] ও আবসথ্য;[১৬] এবং পঞ্চ প্রাণ চিতি[১৭]।

এইরূপ আপনার রেতঃ সোমযজ্ঞ; অবস্থিতি;[১৮] সবন;[১৯] এবং ত্বক্, মাংস প্রভৃতি সপ্ত ধাতু অগ্নিষ্টোম; অত্যগ্নিষ্টোম; উক্থ; ষোড়শী; বাজপেয়; অতিরাত্র; ও আপ্তোর্য্যামা; এই সপ্তপ্রকার যজ্ঞ। অপর, আপনার শরীরের সন্ধি সকল নানা-

১ যজ্ঞীয় কুশাদি।
২ হোমসাধন ঘৃত।
৩ জুহূ নামক যজ্ঞপাত্র বিশেষ।
৪ যজ্ঞপাত্র বিশেষ।
৫ যজ্ঞীয় ভক্ষণপাত্র।
৬ যজ্ঞীয় পানপাত্র বিশেষ।
৭ ব্রহ্মভাগ পাত্র বিশেষ।
৮ যজ্ঞপাত্র বিশেষ।
৯ বারংবার অভিব্যক্তি—প্রকাশ।
১০ দীক্ষণীয়া ইষ্টি।
১১ তিন ইষ্টিবিশেষ।
১২ দীক্ষার পর ইষ্টি।
১৩ সমাপ্তীষ্টি।
১৪ উপসদের পূর্ব্বে ক্রিয়মাণ মহাবীর নামে যজ্ঞ বিশেষ।
১৫ হোমরহিত অগ্নি।
১৬ ঔপাসনাগ্নি।
১৭ যজ্ঞের নিমিত্ত ইষ্টকাচয়ন।
১৮ আসন বা বাল্যাদি অবস্থা।
১৯ প্রাতঃসবনাদি ক্রিয়া।

প্রকার যাগস্বরূপ। আপনি যজ্ঞ[১] ও ক্রতু-[২]ময় এবং যজনই আপনার বন্ধন। প্রভো! আপনি নিখিল মন্ত্র, দেবতা, দ্রব্য, ক্রতু ও ক্রিয়া স্বরূপ। অতএব আপনাকে নমস্কার করি। বিভো! বৈরাগ্য, ভক্তি ও চিত্তৈশ্বর্য্য হইতে যে জ্ঞানের সাক্ষাৎকার হয়, আপনি সেই জ্ঞানস্বরূপ। তাদৃশ জ্ঞানের উপদেষ্টাও আপনি। অতএব আপনাকে নমস্কার। হে ভগবন্! হে ভূধর! যেরূপ পত্রবৃন্দে পরিবৃত পদ্মিনী সলিল-গর্ভোত্থিত গজেন্দ্রের দন্তে সংলগ্ন হইয়া শোভিত হয়, সেই-রূপ ভূধরধারিণী এই ধরণী আপনার দংষ্ট্রায় বিলগ্ন হইয়া শোভা পাইতেছে। শিখরদেশে ঘনরাশি সঞ্চিত হইয়া কুলা-চলের যাদৃশ শোভা সম্পাদন করে, দংষ্ট্রায় ভূমণ্ডল বিলগ্ন থাকাতে আপনার এই শূকর-বিগ্রহেরও তাদৃশ শোভা হইয়াছে। বিভো! আপনি আমাদিগের পিতা। আর, এই ধরণী আপনার পত্নী। সুতরাং ইনি আমাদিগের মাতা। আপনি যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমের বাসস্থানের নিমিত্ত ইঁহাকে স্থাপন করুন। তাহা হইলে আমরা ইঁহাতে বসতি করিয়া ইঁহাকে এবং আপনাকে নমস্কার করিতে সমর্থ হইব। যাজ্ঞি-কেরা যেরূপ মন্ত্রদ্বারা কাষ্ঠে অগ্নি স্থাপন করেন, আপনি সেইরূপ এই ধরাতে নিজ শক্তি স্থাপন করিয়াছেন। প্রভো! আপনি ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি রসাতলগতা ধরাকে উদ্ধার করিতে অভিলাষ করে? কিন্তু (আপনি যে এই দুষ্কর কার্য্য সাধন করিলেন) ইহাতে আমরা আশ্চর্য্য বোধ করি না। কারণ, আপনার সকলই আশ্চর্য্য। আপনি মায়াদ্বারা এই

---

১ অসোম যাগ। ২ সসোম যাগ।

আশ্চর্য্য বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন! ঈশ! আপনি আপনার এই বেদময় শূকর-শরীর কম্পিত করিতেছেন। তজ্জন্য সটার অগ্রভাগবিলগ্ন সলিলকণা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। জন, তপঃ ও সত্যলোকনিবাসী আমরা সেই সলিলকণাসমূহে অভিষিক্ত হইয়া সাতিশয় পবিত্র হইলাম। ভগবন্! আপনার কার্য্য অতি দুর্বোধ। যাহারা উহা জানিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইয়াছে। কারণ, আপনার মায়াযোগে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড বিমোহিত হইয়াছে। অতএব আপনি বিশ্বের মঙ্গল করুন।[১]

মৈত্রেয় বলিলেন, মুনিগণ বেদবাক্যে এইপ্রকার স্তব করিলে পর বরাহরূপী রক্ষাকর্ত্তা আপন খুরদ্বারা অভিব্যাপ্ত সলিলরাশিতে পৃথিবীকে স্থাপন করিলেন। বৎস! হরি এই রূপে রসাতল হইতে ধরণীকে উদ্ধার করত জলের উপর স্থাপন করিয়া অবশেষে অন্তর্হিত হইলেন।

হরিকে স্মরণ করিলে সংসারভয় দূরীভূত হয়। তাঁহার মায়াময়ী মনোহারিণী কথা কহিবার যোগ্য। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক সেই কথা শ্রবণ করেন, বা অন্যকে শ্রবণ করান, জনার্দ্দন শীঘ্রই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন। নিখিল মঙ্গলের কর্ত্তা হরি প্রসন্ন হইলে ঐহিক কোন অভিলষিতই দুর্লভ থাকে না। কিন্তু (ঐহিক মঙ্গল) সকলই তুচ্ছ। অতএব তাহাতে প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তি কেবল ভগবানের ভজন ভিন্ন অন্য ফলে দৃষ্টি না রাখিয়া তাঁহাকে ভজনা করেন, হৃদয়শায়ী ভগবান্ আপ-

১ অর্থাৎ, যাহাতে লোকে আপনাকে অচিন্ত্য এবং অচিন্ত্যশক্তিরূপে জানিতে পারিয়া ভজনা করে, আপনি তাহাই করুন।

নিই তাঁহাকে নিজ পদ প্রদান করেন। অতএব বিদুর! পশু ব্যতিরেকে পুরুষার্থের সারবেত্তা কোন্ মনুষ্য যাবতীয় ইতিবৃত্তের মধ্যে সংসারতারিণী সুধাময়ী হরিকথা এক বার শ্রবণপুটে পান করিয়া তাহা হইতে বিরত হইতে পারেন?

পৃথিবীর উদ্ধার-নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দশ অধ্যায়।

শুক বলিলেন, হরি ধরণী উদ্ধারের নিমিত্ত শূকর-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন; মৈত্রেয়মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রতধারী বিদুর সম্যক্ তৃপ্তি বোধ করিলেন না। (পবিত্র হরিকথা আরো অধিক শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়া) তিনি করপুটে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যে যজ্ঞমূর্ত্তি হরি পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন, আপনি বলিলেন, তিনিই আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষকে সংহার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মন্! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, হরি লীলাপূর্ব্বক দংষ্ট্রাদ্বারা ধরণী উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর, কি কারণে তাঁহার সহিত দৈত্যরাজের যুদ্ধ হইয়াছিল? হরিকথা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে। অতএব আপনি সেই দৈত্যের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করুন। ঋষে! আমার মন এখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই। প্রত্যুত সাতিশয় কৌতূহল রহিয়াছে।

মৈত্রেয় বলিলেন, বীর! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। কারণ, তুমি হরির অবতারকথা জিজ্ঞাসা করিলে। হরিকথা মর্ত্ত্য-

দিগের মৃত্যুপাশ ছেদ করে। উত্তানপাদনন্দন ধ্রুব নারদের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া মৃত্যুর মস্তকে পদার্পণ করত হরিপদে আরোহণ করিয়াছিলেন। বরাহ এবং দৈত্যের যুদ্ধবিষয়ে পূর্ব্বে দেবতারা দেবদেব ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাদিগকে যে ইতিহাস কহিয়াছিলেন, আমি তাহা শ্রবণ করিয়াছি। বিদুর! একদা সন্ধ্যাসমাগত হইলে যখন দিনমণি অস্তাচলে গমন করিতেছিলেন, মরীচিনন্দন কশ্যপ তখন অগ্নিগৃহে যজ্ঞপতি শ্রীবিষ্ণুর হোম করত সমাহিত হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পত্নী দক্ষনন্দিনী দিতি কামশরে ব্যথিত এবং পুত্রার্থিনী হইয়া তাঁহার সমীপে গমন করত তাঁহার সঙ্গম প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, বিদ্বন্! যেরূপ মতঙ্গজ বীর্য্য প্রকাশ করিয়া কদলীকে বিদলিত করে, সেইরূপ রতিপতি শরাসনে শরসন্ধান করত আপনাকে লক্ষ্য করিয়া এই দুঃখিনীকে পীড়ন করিতেছেন। নাথ! পুত্রবতী সপত্নীদিগের সৌভাগ্য দর্শন করিয়াও আমি দগ্ধ হইতেছি। অতএব আপনি আমার প্রতি যথোচিত অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। আপনার মঙ্গল হউক্। যে সকল কামিনীরা ভবাদৃশ পতির নিকট বহু মান প্রাপ্ত হন; এবং যে সকল কামিনীর গর্ভে আপনারা পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন; তাহাদিগের যশ যাবতীয় লোক ব্যাপ্ত করে। আমাদিগের পিতা দুহিতৃবৎসল ভগবান্ দক্ষ প্রজাপতি পূর্ব্বে আমাদিগের ত্রয়োদশ ভগিনীর প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমরা কাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে বাসনা কর?" (তাহা শ্রবণ করিয়া আমরা ত্রয়োদশ ভগিনীই) আপনার চরিত্রের

প্রশংসা করিয়া আপনাকে কামনা করি। সুতরাং তিনি আমাদিগের অভিপ্রায় অনুসারে আমাদিগের সকলকেই আপনাকে সম্প্রদান করিয়াছেন। ভবাদৃশ মহৎ ব্যক্তির শরণাগত হইয়া আর্ত্ত ব্যক্তিরা কখনই নিষ্ফল হয় না। অতএব কমললোচন! বাসনা চরিতার্থ করিয়া আপনি আমার মঙ্গল সাধন করুন।

ধীর! দুঃখিনী দক্ষনন্দিনী প্রবৃদ্ধমদনজন্য মোহবশতঃ এইরূপ নানাপ্রকারে বিলাপ করিলে পর মরীচিনন্দন কশ্যপ তাঁহাকে অনুনয় বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, ভীরু! তুমি যাহা বাসনা করিতেছ, আমি অবিলম্বেই তাহা সম্পাদন করিব। যে ব্যক্তি হইতে ত্রিবর্গ সিদ্ধ হয়, কোন্ ব্যক্তি তাহার মনোরথ পূর্ণ না করেন? যেরূপ জলযানের সাহায্যে সমুদ্রের পার গমন করা যায়; গৃহস্থ ব্যক্তি সেইরূপ ভার্য্যার সাহায্যে (অন্যান্য আশ্রমীদিগকে অন্ন পানাদি দ্বারা প্রতিপালন করিয়া) যাবতীয়-কষ্টরূপ সাগর উত্তীর্ণ হন। মানিনি! ভার্য্যা মঙ্গলার্থী ব্যক্তির অর্দ্ধ। পুরুষ ভার্য্যার উপর দৃষ্টাদৃষ্টের ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ভ্রমণ করেন। অন্যান্য আশ্রমাবলম্বী ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুদিগকে অতি কষ্টেও দমন করিতে পারেন না; কিন্তু, যেরূপ দুর্গপতি দুর্গের আশ্রয় লইয়া দস্যুদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়, সেইরূপ আমরা স্ত্রীর সাহায্যে তাহাদিগকে অনায়াসেই জয় করি।[১] গৃহেশ্বরি! পত্নী এতাদৃশ উপকারে উপকারিণী। অতএব আমাদিগের

১ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে যে ব্যক্তির স্ত্রীর প্রতি একান্ত প্রণয় আছে তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয় তত্তৎ বিষয়ে বিচলিত হয় না।

কথা দূরে থাকুক্, যাঁহারা গুণপ্রিয়, তাঁহারাও ইহ বা পর জন্মে পত্নীর পূর্ব্বকৃত উপকারের সমুচিত প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ হন না। (ভাবিনি! তোমার প্রত্যুপকার করা দুঃসাধ্য বটে;) তথাপি সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত তুমি যে অভিলাষ করিতেছ, তাহা চরিতার্থ করিব। কিন্তু মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা কর। তাহা হইলে আমাকে আর কেহ নিন্দা করিতে পারিবে না। এই ঘোররূপিণী বেলায় ঘোররূপী ভূতগণেরই অধিকার। সাধ্বি! এই সন্ধ্যাকালে ভূতভাবন ভগবান্ ভূতপতি ভূতগণে পরিবৃত হইয়া বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ করত ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার কিকীর্ণ জটাভার শ্মশানবাত্যায় সমুত্থিত ধূলিপটলে ধূষর-বর্ণ এবং তাঁহার রজত-বর্ণ কলেবর ভস্মে আচ্ছাদিত। তিনি তোমার দেবর[১]। অপর, তিনি নয়নত্রয়ে[২] দর্শন করিয়া থাকেন[৩]। তাঁহার কেহ আত্মীয়ও নাই, পরও নাই। আদৃতও নাই; নিন্দনীয়ও নাই। তিনি যে মায়াকে ভোগ করিয়া নির্ম্মাল্যের ন্যায় চরণদ্বারা দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন, আমরা নানা ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া তাহাকেই মহাপ্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। যে সকল ব্যক্তিরা অবিদ্যারাশি ভেদ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্র গান করিয়া থাকেন। তিনি সাধুদিগের একমাত্র গতি; এবং তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর

১ এক জনের জামাতা পরস্পর সকলে লৌকিক ব্যবহার মতে ভ্রাতা হন। রুদ্রও দক্ষের জামাতা; সুতরাং কশ্যপের ভ্রাতা; অতএব দিতির দেবর। দেবর বলিবার তাৎপর্য্য এই—তিনি অপরিচিত নহেন। অতএব এতাদৃশ ব্যাপার তাঁহার সমক্ষে নিন্দনীয়।

২ চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি।

৩ অর্থাৎ, তাঁহার সম্মুখ অতিক্রম করিবার সম্ভাবনা নাই।

কেহই নাই; তথাপি তিনি পিশাচের ন্যায় আচরণ করিতেছেন! যাহারা হতভাগ্য ও অজ্ঞান; সুতরাং যাহারা কুক্কুরের ভোজ্যমাত্র এই দেহকে আপন ভাবিয়া, বস্ত্র, মাল্য ও আভরণ দ্বারা অলঙ্কৃত করে, তাহারাই তাঁহার চরিত্রকে উপহাস করে। অহো! পরমেশ্বরের আচরণ অচিন্তনীয়। দেখ, ব্রহ্মা প্রভৃতি সকলে তাঁহারই নিয়মানুসারে আপন আপন অধিকার পালন করিতেছেন! এই বিশ্ব তাঁহারই বিরচিত! মায়া তাঁহারই আজ্ঞা পালন করিতেছে! অথচ তিনি স্বয়ং পিশাচের ন্যায় আচরণ করিতেছেন!

মৈত্রেয় বলিলেন, ব্রহ্মর্ষি কশ্যপ এই সমস্ত বৃত্তান্ত উল্লেখ করিলেন বটে; কিন্তু মন্মথ দক্ষতনয়ার ইন্দ্রিয় সকল মন্থন করিতেছিলেন; সুতরাং তিনি বেশ্যার ন্যায় লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর বসন ধারণ করিলেন। ঋষি তাদৃশ নিষিদ্ধ কার্য্যে ভার্য্যার আগ্রহ বুঝিতে পারিয়া নির্জ্জনে দৈবরূপী পরমেশ্বরকে নমস্কার করত তাঁহার সহিত সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর স্নান করিয়া প্রাণবায়ু ও বাক্যের সংযমন পূর্ব্বক ভর্গনামক পরমজ্যোতি ধ্যান করত গায়ত্রী জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভরত! এ দিকে দিতি সেই কর্ম্মদোষে লজ্জিত হইয়া বিপ্রর্ষির নিকট আগমন করত অধোমুখে কহিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্! আমি ভূতপতি ভূতশ্রেষ্ঠ রুদ্রের নিকট অপরাধিনী হইয়াছি; আশীর্ব্বাদ করুন যেন তিনি আমার এই গর্ভ না নষ্ট করেন। সেই দেবশ্রেষ্ঠ দুঃখাপহারী; অলজ্ঝ্য; সকাম ব্যক্তির ফলদাতা এবং নিষ্কামের মঙ্গলপ্রদ। বাস্তবিক তাঁহার হস্তে

১ অর্থাৎ, তিনি আত্মীয়বোধে আমাকে ক্ষমা করিবেন, এরূপ বিবেচনা করিও না।

দণ্ড নাই বটে; কিন্তু দুষ্ট ব্যক্তিকে দমন করিবার নিমিত্ত তিনি দণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন এবং সংহারের নিমিত্ত মন্যুরূপে অবতীর্ণ হন। আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। তিনি আমার ভগিনীপতি। তাঁহার অনুগ্রহেরও ইয়ত্তা নাই। অতএব সেই সতীপতি [১] আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্। (অতি নিষ্ঠুর) ব্যাধও স্ত্রীদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া থাকে।

মৈত্রেয় বলিলেন, প্রজাপতি কশ্যপের সন্ধ্যাকালীন নিয়ম সমুদায় ভঙ্গ হইয়া গেল। দিতি সেই ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে নিজ সন্তানের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ঋষি তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, চণ্ডি! আপন চিত্তের অশুদ্ধি; মুহূর্ত্তদোষ; আমার অবমাননা এবং রুদ্রানুচরদিগের প্রতি অবহেলা; এই দোষচতুষ্টয় নিবন্ধন তোমার দুই অপকৃষ্ট পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবে। তাহারা উভয়েই যাবতীয় লোক এবং লোকপালদিগকে বারংবার পীড়ন করিবে। নিরপরাধী নিরাশ্রয় প্রাণীদিগকে বধ এবং স্ত্রীদিগকে উৎপীড়ন করিয়া অবশেষে যখন তাহারা মহাত্মা ব্যক্তি সকলের কোপ উৎপাদন করিবে, ভূতভাবন বিশ্বেশ্বর ভগবান্ তখন ক্রোধনিবন্ধন অবতীর্ণ হইয়া, বজ্রধর যেরূপ পর্ব্বতসমূহ সংহার করেন, সেইরূপ তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন।

দিতি বলিলেন, প্রভো! তবে প্রার্থনা করি, যে ভগবানের বাহু সুদর্শনচক্রে পরিশোভিত, যেন তিনিই আমার পুত্রদ্বয়কে সংহার করেন। ব্রাহ্মণের ক্রোধোৎপাদন করিয়া যেন তাহারা

---

১ সতীপতি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে তিনি স্ত্রীলোকের স্বভাব জ্ঞাত আছেন।

বিনষ্ট না হয়। নাথ! যাহারা ব্রহ্মদণ্ডে দগ্ধ হয়; এবং যাহারা যাবতীয় ভূতের ভয়োৎপাদন করে; নারকীরাও তাহাদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করে না। তাহারা যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করে; সেই সেই যোনিসম্ভূত প্রাণীরাও তাহাদিগকে দয়া করে না।

কশ্যপ বলিলেন, তুমি যে আপনার অপরাধের নিমিত্ত অনুতাপ; যুক্ত ও অযুক্ত বিচার; শ্রীহরিকে সম্মাননা এবং রুদ্রকে ও আমাকে সমাদর করিলে; সেই হেতু তোমার পুত্রের পুত্রদিগের মধ্যে এক জন সাধুদিগের প্রশংসনীয় হইবে। লোকে ভগবানের ন্যায় তাহার যশোগান করিবে। যেরূপ মলিনবর্ণ স্বর্ণকে দাহাদি উপায়ে পরিশুদ্ধ করে; সাধুরা তাহার চরিত্রের অনুকরণ করিতে অভিলাষী হইয়া, সেইরূপ অহিংসা প্রভৃতি উপায়ে আত্মাকে শুদ্ধ করিবেন। সে কেবল ভগবান্‌কেই সত্য বলিয়া দর্শন করিবে। সুতরাং যে আত্মসাক্ষী ভগবানের প্রসাদে তাঁহারই স্বরূপমাত্র এই বিশ্ব প্রমুদিত হইতেছে; তিনি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন। সুন্দরি! তোমার সেই ভক্তপ্রধান; মহাত্মা; মহানুভাব; শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ পৌত্র প্রবৃদ্ধ-ভক্তিযোগে পবিত্রীকৃত চিত্তে হরিকে সংস্থাপন করিয়া অভিমান পরিত্যাগ করিবে; অলম্পট; সুস্বভাব ও গুণাকর হইবে; পরের সুখে সুখ এবং দুঃখে দুঃখ বোধ করিবে, এবং তারাপতি যেরূপ গ্রীষ্মজন্য তাপ শান্তি করেন, সেইরূপ জগতের শোক হরণ করিবে। ভূমণ্ডলে তাহার কেহই শত্রু থাকিবে না। যাঁহার বাহ্য ও অভ্যন্তর অতি বিমল; যাঁহার নেত্র পদ্মের ন্যায় বিকসিত; যিনি ভক্তগণের ইচ্ছানুসারে নানা রূপ গ্রহণ করেন;

যিনি কমলার ভূষণ; এবং যাঁহার আননমণ্ডল কুণ্ডলে মণ্ডিত; তোমার পৌত্র সেই বৈকুণ্ঠেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিবে।

মৈত্রেয় বলিলেন, পৌত্র ভগবানের ভক্ত হইবে; এবং পুত্রেরা শ্রীকৃষ্ণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিবে; শ্রবণ করিয়া দিতি সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। (তাঁহার ভগ্নপ্রায়) চিত্ত পুনর্বার উন্নত হইয়া উঠিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মৈত্রেয় বলিলেন, দিতি অন্যের তেজোনাশক প্রজাপতির সেই তেজ সাত বৎসর গর্ভে ধারণ করিলেন। পুত্রেরা জন্মগ্রহণ করিয়া দেবতাদিগকে পীড়ন করিবে; এই আশঙ্কায়ই তাঁহার দিনাতিপাত হইতে লাগিল। তাঁহার গর্ভনিহিত তেজে সূর্য্যাদির আলোক আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং দেবতাদিগেরও তেজ বিনষ্ট হইল। অমরগণ (সেই অবস্থায়) ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে। বিভো! আমরা যে অন্ধকারের জন্য সাতিশয় উদ্‌বিগ্ন হইয়াছি; আপনি তাহা জ্ঞাত আছেন। আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই। কারণ, কাল আপনার জ্ঞানমার্গ রোধ করিতে সমর্থ নহে। হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে লোকনাথ! হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ! কি উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট, আপনি যাবতীয় জীবেরই হৃদ্‌গত ভাব অবগত আছেন। বিজ্ঞানই আপনার

বল। আপনি মায়াযোগে এই ব্রহ্মদেহ এবং রজোগুণ গ্রহণ করিয়াছেন। এই যে প্রপঞ্চ দেখিতেছি, আপনিই ইহার কারণ। আমরা আপনাকে নমস্কার করি। নাথ! যাঁহারা ভূতভাবন আপনাকে চেতনাচেতনময় প্রপঞ্চের কারণ এবং কার্য্যকারণরূপী হইলেও বাস্তবিক তাহা হইতে আপনাকে পৃথক্ বলিয়া ভাবনা করেন, তাঁহাদিগের যোগ সুপক্ক হইয়াছে। তাঁহারা শ্বাস ও ইন্দ্রিয় জয় এবং আপনার প্রসাদ লাভ করিয়াছেন। সুতরাং কিছুতেই তাঁহাদিগের পরাভবের আশঙ্কা নাই। যেরূপ গোসকল রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হইয়া আয়ত্ত হয়, সেইরূপ প্রজাবর্গ আপনার বাক্যে বদ্ধ, সুতরাং আয়ত্ত হইয়া আপনার পূজোপহার আহরণ করিতেছে। আমরা সর্ব্বনিয়ন্তা আপনাকে নমস্কার করি। দেব! (দিঙ্মণ্ডল নিরন্তর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়াতে আর দিবা রাত্রির প্রভেদ নাই) সুতরাং যাবতীয় কর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অতএব আমরা সকলেই সাতিশয় বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছি। আপনি কৃপাদৃষ্টি করিয়া আমাদিগের মঙ্গল সাধন করুন। কশ্যপের বীর্য্য দিতির গর্ভে নিহিত হইয়া দিক্সকল অন্ধকারে আচ্ছন্ন করত অগ্নির ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতেছে।

মৈত্রেয় কহিলেন, মহাবাহো! আত্মভূ ভগবান্ দেবতাদিগের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিলেন, এবং (দিতির কুচেষ্টিত জানিতে পারিয়া) হাস্য করত প্রীতিপ্রকাশপূর্ব্বক মধুর বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, দেবগণ! তোমাদিগের পূর্ব্বজ আমার মানস সন্তান নিষ্কাম সনকাদি ঋষিগণ আকাশমার্গে বিচরণ করিতে করিতে একদা অমলাত্মা ভগবান্ বৈকুণ্ঠপতির

সর্ব্বলোক-নমস্কৃত বৈকুণ্ঠালয়ে গমন করিলেন। যে সকল পুরুষ নিষ্কাম-ধর্ম্মসহকারে হরিকে আরাধনা করত বৈকুণ্ঠে বসতি করিতেছেন, তাঁহাদিগেরও মূর্ত্তি হরির ন্যায়। তথায় শব্দ-গোচর আদিপুরুষ ধর্ম্মমূর্ত্তি ভগবান্ সত্ত্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্তদিগকে আনন্দিত করিলেতভেছেন। সে স্থানে নিঃশ্রেয়স নামে একটি বন আছে। ঐ বন বাঞ্ছিত-ফলপ্রদ এবং যাবতীয় ঋতুতেই ফলপুষ্পশালী বৃক্ষে পরিশোভিত। (অধিক কি) উহাকে দেখিলেই বোধ হয়, যেন সাক্ষাৎ কৈবল্যই বিরাজিত হইয়াছে। গন্ধর্ব্বগণ সেই বনে নিজ নিজ ভামিনীর সহিত একত্রে প্রভুর মলনাশক চরিত্র গান করিতেছে। সেই সময় সলিলগর্ভে বিকসিত বাসন্তিক পুষ্পবৃন্দের মকরন্দগন্ধে তাহা-দিগের চিত্ত বিচলিত হইতেছে; কিন্তু তাহারা হরিগুণগানে বিমোহিত হইয়া তদ্গন্ধবাহী গন্ধবহকে নিবারণ করিতেছে। অমরবৃন্দ! পারাবত, কোকিল, সারস, চক্রবাক, চাতক, হংস, শুক, তিত্তিরি ও ময়ূর প্রভৃতি পক্ষিসকল নিরন্তর সেই বনমধ্যে কলরব করিতেছে। কিন্তু ভ্রমরগণ হরির গুণ গানের ন্যায় গুণ গুণ শব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইলেই নিস্তব্ধ হইতেছে। তথায় মন্দার, কুন্দ, কুরবক, উৎপল,* চম্পক, পুন্নাগ, নাগকেশর, বকুল, কমল ও পারিজাত প্রভৃতি নানাজাতীয় পুষ্পবৃক্ষ আছে। কিন্তু তুলসীভূষণ হরি তুলসীর গন্ধই সেবন করিতেছেন। তাহাতে ঐ সকল বৃক্ষ মাৎসর্য্য প্রকাশ না করিয়া তুলসীর তপস্যারই ভূয়সী প্রশংসা করিতেছে। বিশালনিতম্বিনী হাস্যমুখী ভামিনী সকল হাস্য-পরিহাসাদি-

* পদ্ম, যাহা দিবসে বিকসিত হয়।

দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে বিনিবিষ্টচেতা যে বৈকুণ্ঠনিবাসীদিগের মনোরথ উৎপাদন করিতে পারে না, হরিপদে প্রণাম করিয়া তাঁহারা সকলেই বৈদূর্য্য, মরকত ও হেমনির্ম্মিত বিমান লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের তাদৃশ অসংখ্য বিমানে তথায় অতিশয় বিমর্দ্দ উপস্থিত হইয়াছে। ব্রহ্মাদি দেবগণ যে লক্ষীর অনুগ্রহ লাভ করিতে যত্ন করেন, সেই কমলবাসিনী নিজদোষ (চাঞ্চল্য) পরিত্যাগ করিয়া লীলাকমলদ্বারা বৈকুণ্ঠের স্ফটিকময় স্বর্ণ-খচিত প্রাঙ্গণ সম্মার্জ্জন করিতেছেন। সেই সময় তাঁহার চরণ-বিলগ্ন নূপুরের মনোহর শব্দ হইতেছে। তিনি নিজ সখীদিগের সহিত বিদ্রুমময়-তটশালিনী, অমৃততোয়া বাপীতে তুলসীদ্বারা হরির অর্চ্চনা করিতে করিতে জলগর্ভে প্রতিবিম্বিত আপনার সুচারু-অলক-ভূষিত মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়া ভাবনা করেন, যেন হরি তাঁহার সেই মুখ চুম্বন করিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তি পাপনাশন শ্রীহরির কথা ভিন্ন অন্যবিষয়িণী, সুতরাং বুদ্ধির মোহজননী কুকথা শ্রবণ করে, তাহারা সেই বৈকুণ্ঠে গমন করিতে সমর্থ হয় না। ঐপ্রকার কুকথা সকল হতভাগ্য মনুষ্যদিগের কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করিয়া পুণ্য ক্ষয় করত তাহাদিগকে নরকে পাতিত করে। যে মনুষ্যজন্ম ব্রহ্মাদি আমরাও কামনা করি, এবং যে জন্মে ধর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞান উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হওয়া যায়, যাহারা সেই মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও অতি-বিস্তৃত ভগবদ্মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আরাধনা না করে, আহা! তাহারাও সে স্থানে গমন করিতে পারে না। দেবশ্রেষ্ঠ শ্রীহরির সেবা করিয়া যাঁহারা যমকে দূরে নিঃসারিত করিয়াছেন; যাঁহাদিগের চরিত্রের

অনুকরণ করিতে লোভ জন্মে; এবং পরস্পরের নিকট প্রভুর যশোগান শ্রবণ করিয়া অনুরাগজন্য-বৈক্লব্য-বশতঃ যাঁহাদিগের নয়ন আনন্দজলে পরিপূর্ণ ও সর্ব্ব শরীর পুলকিত হইয়া উঠে, তাঁহারাই আমাদিগের উপরিস্থ সেই বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

দেবগণ! যে বৈকুণ্ঠে বিশ্বগুরু হরি বসতি করিতেছেন; যাহা ভুবনের একমাত্র নমস্য; যাহা অলৌকিক; এবং যাহাতে প্রধান প্রধান দেবতাদিগের বিমানশ্রেণী দীপ্তি বিস্তার করিতেছে; ঋষিগণ অষ্টাঙ্গ-যোগবলে সেই বৈকুণ্ঠে উপনীত হইয়া অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিলেন। (কিন্তু তাঁহারা নিস্পৃহ; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অপূর্ব্ব বস্তুজাতে আসক্ত না হইয়া) শ্রীহরির দর্শনলালসায় একে একে ছয় কক্ষা অতিক্রম করিলেন। অনন্তর সপ্তমী কক্ষায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দ্বারদেশে দুই সমানবয়স্ক অমর গদাহস্তে অবস্থিতি করিতেছে। তাহারা দুই জনই মহামূল্য কেয়ূর, কুণ্ডল ও কিরীটে অতি রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। তাহাদিগের অসিতবর্ণ বাহুচতুষ্টয়ের মধ্যে বনমালা লম্বিত হইতেছে; দ্বিরেফ সকল মত্ত হইয়া তাহাতে নিপতিত হইতেছে। কিন্তু কুটিল ভ্রূলতা এবং বিস্ফারিত নাসিকায় তাহাদিগের বদন দেখিতে কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়াছে। মুনিগণ যখন প্রবেশ করিতেছিলেন, পূর্ব্বোক্ত ঐ দুই দ্বারবান্ তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ছিল। কিন্তু তাঁহারা তাহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া যেরূপ পূর্ব্ব ছয় কক্ষায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সপ্তমী কক্ষায়ও প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সকলকেই সমান দেখিতেন; সুতরাং সর্ব্বত্রই নির্ভয়ে ভ্রমণ করিতেন। দ্বারবানেরা

দেখিল চারি জন আত্মতত্ত্ববিৎ; উলঙ্গ; বৃদ্ধ; অথচ পঞ্চম-বর্ষীয় বালকের ন্যায় দর্শনীয় ঋষি কক্ষামধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। তখন তাহারা ব্রহ্মণ্যদেবের বিরুদ্ধ আচরণ করত তাঁহাদিগের তেজকে উপহাস করিয়া বেত্র-প্রহার-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। কিন্তু তাঁহারা বাস্তবিক তাদৃশ নিষেধের পাত্র নহেন।

"আমরা সকলের পূজনীয়। কিন্তু হরির দুই প্রতিহারী আমাদিগকেও নিবারণ এবং নারায়ণ-দর্শনে আমাদিগের বিঘ্ন উৎপাদন, করিল; তথাপি দেবগণ কোন কথাই কহিলেন না। কেবল দর্শক-স্বরূপে দণ্ডায়মান রহিলেন।" এইরূপ চিন্তা করিয়া হঠাৎ ঋষিদিগের মনে ক্রোধের আবির্ভাব হইল। তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, যাঁহারা ভগবানের যথেষ্ট পরিচর্য্যা করিয়া বৈকুণ্ঠধামে আগমন করত বসতি করেন, তাঁহারা সকলকেই সমভাবে দর্শন করেন। কিন্তু তোমাদিগের এরূপ বিষম স্বভাব দেখিতেছি কেন? তোমরা কে? হরি অতি প্রশান্ত; সুতরাং তাঁহার সহিত কাহারও বিরোধ হইবার সম্ভাবনা নাই। তোমরা নিজে কপট বলিয়াই আশঙ্কা করিতেছ, বুঝি কোন কপট ব্যক্তি তাঁহার নিকট গমন করিতেছে। যে ভগবানের কুক্ষিতে যাবতীয় বিশ্ব অবস্থিত রহিয়াছে; পণ্ডিতেরা তাঁহাকে আপনাদিগের হইতে ভিন্ন জ্ঞান করেন না। বরং যেরূপ ঘটাদিগত ক্ষুদ্র আকাশ বৃহৎ আকাশেরই অন্তর্গত; সেইরূপ আপনাদিগকে তাঁহারই অন্তর্গত বলিয়া ভাবনা করেন। তথাপি তাঁহার নিমিত্ত তোমাদিগের উদরভেদী ভয় উপস্থিত হইল। অথচ তোমা-

দিগের মূর্ত্তি দেবতার ন্যায় দেখিতেছি। তোমরা দুই জনে অতি মন্দবুদ্ধি। কিন্তু এই পরমপুরুষ বৈকুণ্ঠনাথের দ্বারপাল। অতএব তোমাদিগের যত দূর মঙ্গল করিতে পারি, সে বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিয়া কহিতেছি, যে লোকে কাম, ক্রোধ ও লোভ নামক রিপুত্রয় বিচরণ করে, তোমরা তোমাদিগের ভেদজ্ঞান-নিবন্ধন সেই পাপিষ্ঠ লোকে গমন কর।

ঋষিদিগের এতাদৃশ বাক্য অতি নিদারুণ এবং ব্রহ্মদণ্ড যাবতীয় অস্ত্রদ্বারাও অনিবার্য্য; ভগবানের ভৃত্যদ্বয় এইরূপ অবধারণ করত কাতর চিত্তে দণ্ডের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়া তাঁহাদিগের চরণ ধারণ করিল। অবশেষে কহিল, পাপীর প্রতি যেরূপ দণ্ড করা কর্ত্তব্য, আপনারা সেইরূপ দণ্ডই করিয়াছেন। তাহাতে ঈশ্বরের আজ্ঞা-অতিক্রম-রূপ আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হইবে। অতএব আমাদিগের ঐ দণ্ডই হউক্। আমরা যেন ক্রমশঃ নিম্নেই পতিত হইতে থাকি। কিন্তু যে মোহে মুগ্ধ হইয়া আমরা ভগবান্‌কে ভুলিয়া যাই, (আশীর্ব্বাদ করুন্) যেন কোন মতেই তাদৃশ মোহ আমাদিগকে আক্রমণ না করে।

(দেবগণ! ভৃত্যদ্বয় ঋষিদিগের পদানত হইয়া এইরূপ কাতরোক্তি প্রকাশ করিতেছে, এমত সময়) সাধু জনের মনোমত পদ্মনাভ ভগবান্ মহতের অবমাননারূপ তাহাদিগের অপরাধ জানিতে পারিয়া (যোগীদিগের) অন্বেষণীয় চরণযুগল চালন করত[১] লক্ষ্মীর সহিত[২] সেই

[১] ভগবানের পদব্রজে আসিবার উদ্দেশ্য এই যে ঋষিরা আমার চরণ দর্শন করিতে না পাইয়াই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, অতএব আমি চরণ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগের ক্রোধ শান্তি করিব।

[২] লক্ষ্মীর সহিত আসিবার উদ্দেশ্য এই যে ঋষিরা নিষ্কাম বটেন; তথাপি আমি তাঁহাদিগকে বিভূতি প্রদর্শন করিয়া শান্ত করিব।

স্থানে আগমন করিলেন। ভৃত্যগণ গমনোচিত ছত্র পাদুকাদি গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপস্থিত হইল। অমরবৃন্দ! সমাধিলভ্য-ফলস্বরূপ ব্রহ্ম এক্ষণে নয়নের বিষয়ীভূত হইলেন। পরিচারকেরা তাঁহার দুই পার্শ্বে দুই হংসকান্তি চামর ব্যজন করিতেছিল। শশিশুভ্র-আতপত্র-বিলম্বি মুক্তাজাল তাঁহারই পবিত্র বায়ুবলে আন্দোলিত হওয়াতে তাহা হইতে জলকণা সকল তাঁহার গাত্রে পতিত হইতেছিল। তাঁহার প্রফুল্ল মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছিল, তিনি দুই ভৃত্য ও ঋষিগণ; উভয় পক্ষের প্রতিই অনুকূল হইয়াছেন। তিনি স্পৃহণীয় গুণগ্রামের আবাসস্থান। তাঁহার স্নেহসম্বলিত কটাক্ষে সকলেরই অন্তঃকরণে সুখের সঞ্চার হইতেছিল। শ্যামবর্ণ বিশাল বক্ষঃস্থলে কমলাকে স্থাপন করিয়া তিনি সত্যলোক প্রভৃতি যাবতীয় লোকের চূড়ামণিস্বরূপ আপনার বৈকুণ্ঠধামের শোভা বৃদ্ধি করিতেছিলেন। তাঁহার পীতবসন-বেষ্টিত বিশাল নিতম্বদেশে বনমালা বিলম্বিত হইতেছিল; অলিকুল সেই মনোহারিণী মালা বেষ্টন করিয়া গুণ গুণ শব্দ করিতেছিল। তাঁহার প্রকোষ্ঠ[১]-দ্বয় বলয়ে বেষ্টিত। তিনি এক হস্ত গরুড়ের স্কন্ধদেশে স্থাপন করিয়া অন্য হস্তে লীলাকমল বিধূনন করিতেছিলেন। মকরকুণ্ডল তাঁহার ভূষণযোগ্য গণ্ডস্থলে বিলম্বিত হইয়া চপলাকে উপহাস করিতেছিল; এবং মুখমণ্ডলে উন্নত নাসিকা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার বাহুচতুষ্টয়ের মধ্যদেশে

[১] কুর্পরের উপরিভাগ।

মনোহারিণী মহামূল্য-হারলতা এবং গলদেশে কৌস্তুভ-মণি আন্দোলিত হইতেছিল। "আমিই সৌন্দর্য্যের আকর" এই ভাবিয়া লক্ষ্মীর সাতিশয় গর্ব্ব ছিল। কিন্তু আমার, ঈশ্বরের[১] এবং তোমাদিগের নিমিত্ত হরি যে দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, ভক্তগণ ভাবিতেছিলেন, লক্ষ্মীর সে গর্ব্ব সেই দেহেই বিলুপ্ত হইয়াছে। ঋষিগণ এতাদৃশ ভগবান্‌কে সমুপস্থিত দর্শন করিয়া অবনত মস্তকে নমস্কার করিলেন। কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের নয়ন কোন মতে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হইল না। তাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দই সম্ভোগ করিতেন; তথাপি কমললোচন ভগবানের চরণস্থিত পদ্মের কিঞ্জল্কমিশ্রিত তুলসীর মকরন্দ-গন্ধবাহী গন্ধবহ নাসারন্ধ্রদ্বারা অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহা-দিগের চিত্তে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ এবং গাত্রে রোমাঞ্চ উৎ-পাদন করিল। তাঁহারা তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ-পদ্মকোষ-স্বরূপ মুখ-মণ্ডল এবং অতিসুন্দর অধরদেশে কুন্দধবল হাস্য অবলোকন করিবার নিমিত্ত ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আবার, নখরূপ-অরুণমণি-বিশোভিত চরণযুগল দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া নিম্নভাগে নয়ন চালন করিতে লাগিলেন। (কিন্তু এককালেই চরণ ও বদন দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না।) সুতরাং ধ্যান-পর হইলেন। সদ্গতিপ্রার্থী পুরুষেরা যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া যাহাকে ধ্যান করেন; যিনি সাতিশয় আদরের পাত্র; এবং যিনি নয়নের তৃপ্তিপ্রদ; সেই অনন্যসাধারণ-অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যে সমন্বিত ভগবান্ ধ্যানে তাঁহাদিগকে পুরুষরূপ প্রদর্শন

১ ভবের—মহাদেবের।

করিলেন। তখন তাঁহারা তাঁহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, হে অনন্ত! আপনি হৃদয়মাত্রেই অবস্থিতি করিতেছেন; তথাপি দুরাত্মারা মনোমধ্যে আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হয় না। আপনি যে কেবল এখনই আমাদিগের নয়নপথে পতিত হইলেন, এরূপ নহে। আমাদিগের যে পিতা আপনা হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, তিনি আমাদিগের নিকট যখনই আপনার অতিগূঢ় চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন; আপনি তখনই কর্ণমার্গে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদিগের বুদ্ধি আশ্রয় করিয়াছেন। অহঙ্কার-শূন্য, সুতরাং বিগতরাগ মহাত্মগণ আপনার কৃপাবশে ভক্তিযোগ জানিতে পারিয়া তদ্দ্বারা হৃদয়ে যে পরমাত্মতত্ত্ব দর্শন করেন, ভগবন্! আমরা আপনাকেই সেই তত্ত্ব বলিয়া বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। আপনি বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া অনুক্ষণ এই সকল ভক্তদিগের আসক্তি উৎপাদন করিতেছেন। নাথ! যাঁহারা আপনার চরণমূল আশ্রয় করিয়াছেন এবং যাঁহারা কীর্ত্তনযোগ্য-পবিত্রযশঃশালী আপনার গুণানুবাদের রসাস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন; আপনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে মোক্ষপদ দান করিলেও তাঁহারা উহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। ইন্দ্রাদি-পদের ত কথাই নাই; কারণ, ঐ সকল পদস্থ ব্যক্তিরা আপনার বিজৃম্ভিত ভ্রুকুটী দর্শনে ভীত হইয়া থাকেন। আমরা আপনার নিকট অপরাধী হইয়াছি। বিভো! যদি আমাদিগের চিত্ত অলির ন্যায় নিরন্তর আপনার চরণারবিন্দে বিহার করিতে সমর্থ হয়; যদি আমাদিগের বাক্য তুলসীর ন্যায় সতত আপনার পাদশোভা সম্পাদন করিতে পারে; এবং যদি আমাদিগের কর্ণ-

বিবর অহরহঃ আপনার গুণগ্রামে পরিপূরিত হইতে অবকাশ পায়; তবে সেই অপরাধনিবন্ধন আমাদিগের নরকে উৎপত্তি হউক্; তাহাতে আমাদিগের অনিচ্ছা নাই। হে বিপুলকীর্ত্তে! হে ঈশ্বর! আপনি আপনার যে এই রূপ প্রকটিত করিলেন, তাহা দর্শন করিয়া আমাদিগের নয়ন চরিতার্থ হইল। অজিতেন্দ্রিয় পুরুষেরা আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হয় না; তথাপি আপনি সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। (এই সকল কারণে) আমরা আপনাকে নমস্কার করি।

বৈকুণ্ঠ-বর্ণন-নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন, বৈকুণ্ঠনিলয় ভগবান্ সেই সকল যোগ-ধর্ম্মী মুনিদিগের পূর্ব্বোক্তপ্রকার বাক্য অনুমোদন করিয়া কহিলেন, জয় ও বিজয় নামে আমার এই দুই ভৃত্য আমার আজ্ঞা অবহেলন করিয়া তোমাদিগের যথেষ্ট অপমান করিয়াছে। তোমরা আমার ভক্ত। অতএব, মুনিগণ! দেবতার অবহেলন-নিমিত্ত তোমরা ইহাদিগকে যে দণ্ড করিয়াছ, তাহা উচিতই হইয়াছে। আমি তাহাতে অভিমত প্রদান করিলাম। (এক্ষণে) আমি তোমাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। কারণ, ব্রাহ্মণই আমার পরম দেবতা। আমার ভৃত্যেরা তোমাদিগের যে অপমান করিয়াছে; আমি বোধ করিতেছি যে, সে অপরাধ

আমার নিজেরই হইয়াছে। লোক "অমুক ব্যক্তির ভৃত্য এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে" বলিয়া যে প্রভুর নাম উল্লেখ করে, সেই দুষ্কর্ম্মজন্য অপযশঃ, যেরূপ শ্বেত কুষ্ঠ ত্বক্‌কে নষ্ট করে, সেই-রূপ সেই প্রভুরই সৎকীর্ত্তি সংহার করে। আমার অমৃত-তুল্য নির্ম্মল যশে মন নিমগ্ন হইলে চণ্ডাল অবধি যাবতীয় বিশ্ব পবিত্র হইয়া উঠে; কিন্তু তাদৃশ পবিত্র যশ আমি তোমাদিগের হইতেই লাভ করিয়াছি। অতএব অন্যের কথা দূরে থাকুক্, আমার বাহুস্বরূপ লোকপালেরাও যদি তোমা-দিগের প্রতি বিরুদ্ধ আচরণ করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহা-দিগকে বিনাশ করি। ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া আমার পদধূলি পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; সুতরাং আমি অখিল-লোকের মলা নাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি; এবং এরূপ লোভনীয় চরিত্র প্রাপ্ত হইয়াছি যে, যে লক্ষ্মীর কটাক্ষ লাভ করিতে ব্রহ্মাদিও সমাধি অবলম্বন করেন, আমি বিরক্ত হইলেও সেই লক্ষ্মী আমাকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না; যে ব্যক্তি সেই ব্রাহ্মণদিগের প্রতিকূলাচরণ করেন, কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে বধ না করেন? যে সকল ব্রাহ্মণেরা আমাতে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন; তাঁহারা ঘৃতস্রাবী পায়সাদি রসাস্বাদনপূর্ব্বক ভোজন করিলে আমার যেরূপ সুচারু আহার হয়, যজ্ঞস্থলে অগ্নির মুখদ্বারা ঘৃত ও পুরোডাশাদি ভোজন করিয়া আমার সেরূপ তৃপ্তি জন্মে না। অসীম, অপ্রতিহত যোগমায়ার বিলাস আমার বিভূতি; এবং আমার পাদোদক স্পর্শমাত্রেই যাবতীয় লোককে, অন্য কি, চন্দ্রশেখর ঈশ্বরকেও পবিত্র করিতে পারে। তথাপি

আমি কিরীটভাগে ব্রাহ্মণের নির্ম্মল চরণধুলি ধারণ করি। অতএব যে ব্যক্তি সেই ব্রাহ্মণের অপমান করে, তাহাকে কে না বিনাশ করেন? ব্রাহ্মণ, দুগ্ধবতী গাভী, এবং নিরাশ্রয় জীব; ইঁহারা আমার আবাসস্থান। কিন্তু যাহারা উঁহাদিগকে তদ্ভিন্ন অন্য জ্ঞান করে; তাহাদিগের দৃষ্টি পাপে কলুষিত হইয়াছে। আমার অধিকারভুক্ত দণ্ডনায়ক যমের গৃধ্রুরূপধারী সর্পতুল্য-ক্রোধশীল দূত সকল রুষ্ট হইয়া চঞ্চু দ্বারা ঐ পাপীদিগকে ক্ষত বিক্ষত করে। ব্রাহ্মণেরা পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলেও যাঁহারা আমার প্রতি প্রহিত বুদ্ধিবশতঃ সন্তুষ্ট হৃদয়ে হাসিতে হাসিতে প্রেমসম্বলিত শোভন বাক্যে, আমি যেরূপ পুত্রের ন্যায় তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া থাকি, সেইরূপ সম্বোধন করেন, তাঁহারা আমাকে বশীভূত করেন। আমার এই দুই ভৃত্য আপন প্রভুর অভিপ্রায় না জানিয়া তোমাদিগের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছে। অতএব তদুপযুক্ত গতি প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার আমার সমীপে আগমন করুক। ইহাদিগকে এই স্থান হইতে শীঘ্র নির্ব্বাসিত করিয়া তোমরা আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর।

ব্রহ্মা বলিলেন, ক্রোধ ঋষিদিগকে দংশন করিয়াছিল বটে;[১] তথাপি ভগবানের সেই মনোহারিণী, দ্যোতমানা, মন্ত্রের প্রবাহরূপিণী কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের মন পরি-

---

১ এ স্থলে ক্রোধকে সর্পের সহিত তুলনা করা হইয়াছে; তাহার তাৎপর্য্য এই— যে ব্যক্তিকে সর্পে দংশন করে, তাহার মন রসাস্বাদে অসমর্থ হইয়া প্রিয় বাক্যও সহ্য করিতে পারে না। ঋষিদিগের মন ক্রোধবশে অভিভূত হইয়া ছিল বটে, তথাপি প্রিয় বাক্যে তাঁহাদিগের বিরক্তি জন্মে না।

তৃপ্তি বোধ করিল না। (অর্থাৎ তাঁহারা এরূপ বিবেচনা করিলেন না, যে ঐ বাক্য আর শ্রবণ করিবার আবশ্যক নাই।) প্রত্যুত সকলেই কর্ণ বিস্তার করিয়া পরিমিত-অক্ষর-সংযুক্ত; অর্থের গৌরবনিবন্ধন দুরবগাহ; অগাধ এবং গম্ভীর ঐ বাক্য শ্রবণ করত সমুচিত বিচার করিলেন। কিন্তু তদ্দ্বারা কোন মতেই ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন না। (অনন্তর হঠাৎ তাঁহাদিগের বোধ হইল, হরি আমাদিগকে অভিনন্দন করিতেছেন।) তখন আনন্দবশতঃ তাঁহাদিগের অঙ্গে রোমাঞ্চ হইল। তাঁহারা পুলকিত হইয়া, যে ভগবান্ যোগমায়া অবলম্বন করত অত্যুৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য প্রকটীকৃত করিয়াছেন, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি সর্ব্বেশ্বর হইয়া কহিতেছেন, "তোমরা আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে।" অতএব আমরা আপনার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি ব্রাহ্মণের হিতকারী; অতএব ব্রাহ্মণ আপনার পরম দেবতা বটেন। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা দেবতাদিগের দেবতা হইলেও আপনি তাঁহাদিগের আত্মা ও পরম দেবতা। ধর্ম্ম আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং আপনার অবতারেরাই উহাঁকে রক্ষা করিতেছেন। পণ্ডিতেরা আপনাকেই ধর্ম্মের অতি-গোপনীয়, বিকারশূন্য, গোপ্য, ফলস্বরূপ কহিয়া থাকেন। জীব আপনার অনুগ্রহেই ভোগসুখ হইতে নিবৃত্ত এবং যোগী হইয়া মৃত্যুভয় অতিক্রম করে। অতএব আপনাকে অন্যে অনুগ্রহ করিবে, ইহা কোন রূপেই সম্ভব নহে। পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ আপনার চরণে নূতন-তুলসী-দাম অর্পণ করেন। মধুব্রত তাহাতে বসতি

করে। কত শত ব্যক্তি নানা-অভিলাষ-প্রার্থী হইয়া যে লক্ষ্মীর চরণধূলি মস্তকে ধারণ করেন, সেই কমলবাসিনী যেন ঐ মধু-ব্রতের আবাসস্থান কামনা করিয়াই অনুক্ষণ আপনার সেবা করিতেছেন। তিনি বিশুদ্ধ সেবা দ্বারা নানাপ্রকারে আপ-নার আনুগত্য করিয়া থাকেন; তথাপি আপনি তাঁহাকে যথেষ্ট আদর করেন না। কারণ, ভক্তদিগের প্রতিই আপ-নার অধিক প্রণয়। অপর, আপনি যাবতীয় ভজনীয় গুণের আশ্রয়স্বরূপ। অতএব পবিত্র, পথিলগ্ন, ব্রাহ্মণের পদধূলি ও শ্রীবৎসচিহ্ন আপনাকে কিরূপে পবিত্র করিবে? আপনি কি উদ্দেশ্যে ঐ দুই বস্তুকে আভরণ বলিয়া ধারণ করিতে-ছেন, বলিতে পারি না। হে ষড়্‌গুণশালিন্! তপঃ, শৌচ ও দয়া; আপনার ধর্ম্মমূর্ত্তির এই তিন পদ। আর, রজঃ ও তমঃ ঐ পাদত্রয়ের অভিঘাতক। আপনি দ্বিজ ও দেবতা-দিগের উপকারের নিমিত্ত আমাদিগের বরপ্রদ সত্বমূর্ত্তি অব-লম্বন করত ঐ দুই অভিঘাতককে নিবারণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত পদত্রয় দ্বারা এই চরাচর বিশ্ব পালন করিতেছেন। ব্রাহ্মণ-কুল আপনার রক্ষণীয়। অতএব আপনি যদি ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা না করিয়া প্রত্যুত অবজ্ঞা ও অনাদর করেন, তাহা হইলে আপনারই মঙ্গলদায়ক পন্থা[১] বিলুপ্ত হইবে। লোকেরাও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আপনার দৃষ্টান্তে তাঁহাদিগকে পূজা বা সমাদর করিবে না। বেদমার্গ উচ্ছিন্ন হউক্; আপনার এরূপ অভি-প্রায়ও নহে। কারণ, আপনি সত্বমূর্ত্তি; এবং মনুষ্যের মঙ্গল করিবার নিমিত্ত আপনি নিজ শক্তিরূপী রাজাদিগের

১ বেদমার্গ।

দ্বারা তাহাদিগের শত্রু বিনাশ করিতেছেন। আপনি অধিপতি ও বিশ্বের পালনকর্ত্তা হইয়াও যে ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিলেন, তাহাতে আপনার তেজের হ্রাস হইল না। কারণ, আপনি ঐ প্রকারেই আমোদ করিয়া থাকেন। হে পরমেশ্বর! আপনি যদি আপনার এই দুই ভৃত্যের প্রতি অন্য কোন প্রকার দণ্ড বিধান করেন; অথবা অপর কোন জীবিকা নির্দ্ধারণ করেন; আমরা অকপটে তাহাতে অনুমোদন করিব। আর যদি আপনি এরূপ বিবেচনা করেন, যে আমরা কোন অপরাধ বিনা ইহাদিগের দুই জনকে শাপ দিয়াছি; তাহা হইলে আমাদিগের উপযুক্ত দণ্ড বিধান করুন।

ভগবান্ বলিলেন, আমার এই দুই ভৃত্য অসুরযোনিতে জন্ম গ্রহণ করুক্। ঐ জন্মে ইহারা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবে। সুতরাং ইহাদিগের চিত্ত নিরন্তর আমাতেই নিযুক্ত থাকিবে। তাহাতেই যোগসিদ্ধি করিয়া ইহারা অচিরেই পুনর্ব্বার আমার নিকট প্রত্যাগমন করিবে। বিপ্রগণ! তোমরা ইহাদিগকে যে শাপ প্রদান করিয়াছ, নিশ্চয় জানিবে, উহা আমারই নির্ম্মিত।

ব্রহ্মা বলিলেন, মুনিগণ এইরূপে নয়নের আনন্দজনক স্বপ্রকাশ বিকুণ্ঠ[১] ও বৈকুণ্ঠধাম নিরীক্ষণ করিলেন। অবশেষে ভগবান্কে নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করত তাঁহার অনুমতি লইয়া আনন্দিত মনে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কথা কহিতে কহিতে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন হরি তাঁহার দুই ভৃত্যকে কহিলেন, তোমরা প্রস্থান কর। কোন ভয় নাই। তোমাদিগের মঙ্গল হইবে। ব্রহ্মতেজ অন্যথা করিতে আমার ক্ষমতা আছে বটে;

---

১ নারায়ণ।

কিন্তু তাহাতে আমার ইচ্ছা নাই। তোমাদিগের এইরূপ শাপ-গ্রস্ত হওয়া আমার অভিপ্রেতও বটে।[১] ক্রোধনিবন্ধন আমার প্রতি চিত্ত নিযুক্ত করিয়া তোমাদিগের যোগ সিদ্ধ হইবে। তাহাতেই তোমরা ব্রাহ্মণের অবমাননারূপ পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অল্প কালের মধ্যেই পুনর্ব্বার আমার নিকট প্রত্যাগমন করিবে। ভগবান্ দুই দ্বারপালকে এইরূপ আদেশ করিয়া বিমানশ্রেণীশোভিত সর্ব্বাতিশায়িনী-সম্পত্তি-সমন্বিত আপন আবাসস্থানে প্রবেশ করিলেন।

এ দিকে সেই দুই দেবশ্রেষ্ঠ দুস্তর ব্রহ্মশাপহেতু হতশ্রী এবং ভগ্নদর্প হইয়া হরিলোক হইতে পতিত হইতে লাগিল। তাহাদিগকে বৈকুণ্ঠ হইতে নিপতিত দর্শন করিয়া বিমান সকলের অগ্রভাগ হইতে অত্যুচ্চ হা! হা! শব্দ সমুত্থিত হইল। পুত্রগণ! ভগবানের সেই দুই শ্রেষ্ঠ পার্ষদই এক্ষণে দিতির গর্ভনিহিত কশ্যপের অত্যুৎকট বীর্য্য আশ্রয় করিয়াছে। ঐ দুই যমজ দৈত্যের তেজেই তোমাদিগের তেজ আচ্ছন্ন হইয়াছে। কিন্তু ভগবান্ তাহার প্রতিকার করিবেন। যিনি এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসের কারণ; যিনি আদ্য; এবং যোগেশ্বরেরাও যাঁহার যোগমায়া উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ

---

১ সনকাদি ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হইবেন; ভগবানের ভৃত্যদ্বয় তাঁহাদিগের অপমান করিবেন; ভগবান্ আপনার ভক্তদিগের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিবেন; বৈকুণ্ঠ-নিবাসীদিগের পুনর্বার জন্ম হইবে; এ সকল কখনই সম্ভাবিত নহে। তথাপি ঘটিল কেন? ইহার তত্ত্ব এই—যেরূপ ভগবানের সৃষ্টি করিতে অভিলাষ হয়, সেইরূপ কোন সময় তাঁহার যুদ্ধ করিতেও অভিলাষ হইল। কিন্তু দেখিলেন, সকলেই তাঁহার অপেক্ষা হীনবল। তাঁহার পার্শ্বচরেরা তাঁহার সমকক্ষ বটেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার বিপক্ষতা আচরণ করেন না। অতএব তিনি আপনার ভৃত্যদ্বয়কে ব্রাহ্মণের অপমান করাইয়া প্রতিপক্ষ করিলেন এবং তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া কৌতুক চরিতার্থ করিলেন। সুতরাং সকলই সম্ভব।

হন না ; সেই ত্রিগুণের অধীশ্বর আপনিই আমাদিগের মঙ্গল করিবেন। আমাদিগের-পরামর্শে কি ফল দর্শিবে ?

জয় ও বিজয়ের অধঃপতন-নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

মৈত্রেয় বলিলেন, ব্রহ্মার মুখে দৈত্যদ্বয়ের উৎপত্তিকারণ শ্রবণ করিয়া দেবতাদিগের আশঙ্কা দূর হইল। তখন সকলে স্বর্গে প্রত্যাগমন করিলেন।

এ দিকে স্বামিমুখে সন্তানের ভাবি দুশ্চরিত্র শ্রবণ করিয়া ভাবিতে ভাবিতেই দক্ষ-নন্দিনীর এক শত বৎসর পূর্ণ হইল। তিনি অবশেষে দুই যমজ সন্তান প্রসব করিলেন। সন্তানদ্বয় ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই পৃথিবী, আকাশ ও অন্তরীক্ষে প্রাণীদিগের সাতিশয় ভয়প্রদ উৎপাত সকল আরব্ধ হইল। ধরণী পর্ব্বতের সহিত কাঁপিয়া উঠিলেন। দিক্‌ সকল জ্বলিয়া উঠিল। দুঃখের হেতুভূত বজ্র, উল্কা ও কেতু সকল পতিত হইতে লাগিল। দুঃস্পর্শ বায়ু বারংবার ফেৎকার শব্দ করিয়া বহিতে আরম্ভ করিল এবং ধূলিরূপিণী পতাকা উড্ডীন করিয়া বাত্যারূপ সৈন্যের সাহায্যে বিশাল বিটপী সকল উৎপাটন করিল। ঘনঘটার বক্ষঃস্থলে সৌদামনী উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল ; তথাপি গগনমণ্ডল এরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, যে পাদপরিমিত ভূমিও দৃষ্টিগোচর হইল না। সাগর যেন উন্মনা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থলে ভীষণ ঊর্ম্মি উত্থিত এবং

উদরে মকরাদি সাতিশয় চঞ্চল, হইল। বাপী, কূপ, নদী প্রভৃতি জলাশয় সকল ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং পঙ্কজসমূহ শুষ্ক হইয়া গেল। চন্দ্র ও সূর্য্য বারংবার রাহুগ্রস্ত হওয়াতে তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিকে পরিধি লক্ষিত হইতে লাগিল। বিনা মেঘে বজ্রধ্বনি এবং ভূমিবিবর হইতে রথধ্বনি উত্থিত হইল। অশিবরাবী শিবা সকল মুখ হইতে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা বমন করিতে করিতে শৃগাল ও পেচকের শব্দে গ্রামের মধ্যে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। ইতস্ততঃ কুক্কুর সকল ঊর্দ্ধ মুখে কখন বা রোদন, কখন বা সঙ্গীতের ন্যায় নানাবিধ শব্দ করিতে লাগিল। বিদুর! গর্দ্দভকুল ক্ষুর দ্বারা পৃথিবী কর্ষণ করিয়া মত্তের ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে পালে পালে ধাবিত হইল। পক্ষী সকল তাহাদিগের চীৎকারে ত্রস্ত হইয়া নীড় হইতে উড়িতে লাগিল। ঘোর অরণ্যমধ্যে যাবতীয় পশু বারংবার মল মূত্র ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। গাভী সকল ভীত হইয়া দুগ্ধের পরিবর্ত্তে রুধির দান করিতে লাগিল। জলদরাজি পূতি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। দেবপ্রতিমা সকল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং বৃক্ষশ্রেণী বায়ু বিনা পতিত হইল। উদ্দীপিত ক্রূর গ্রহগণ বক্রগতি অবলম্বন করত পুণ্য গ্রহদিগকে অতিক্রম করিয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই সকল এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেকানেক মহৎ উৎপাত অবলোকন করত ব্রহ্মার পুত্র[১] ভিন্ন যাবতীয় প্রজা ভীত হইয়া মনে করিল প্রলয় উপস্থিত হইল। এ দিকে দুই দৈত্য হঠাৎ

---

১ সনকাদি ঋষিগণ তাঁহারা সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের কোন ভয় হইল না।

আত্ম-পৌরুষ প্রকাশ করিল। তাহাদিগের দুই পাষাণ-কঠিন কলেবর দুই গিরিরাজের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। (ক্রমে ক্রমে) তাহাদিগের মস্তক গগন স্পর্শ করিল, এবং কিরীটে দিঙ্মণ্ডল রুদ্ধ হইল। তাহাদিগের বাহুতে অঙ্গদ শোভা পাইতে লাগিল। তাহারা প্রতিপদে পৃথিবী কম্পিত করিয়া ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। সূর্য্য তাহাদিগের মনোহর-কাঞ্চী-মণ্ডিত কটিদেশের অধোভাগে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা তাহাদিগের নামকরণ করিলেন। বীর্য্য-সেক অনুসারে তাহাদিগের মধ্যে যে অগ্রে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, প্রজাপতি তাহার নাম হিরণ্যকশিপু, এবং দিতি যাহাকে প্রথমে প্রসব করিয়াছিলেন, তাহার নাম হিরণ্যাক্ষ, রাখিলেন। কিছুতেই হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুভয় ছিল না; সুতরাং সে উদ্ধত হইয়া আপন বাহুবলে এবং ব্রহ্মার বরবলে ত্রিলোক বশবর্ত্তী করিল। তাহার প্রিয় ও প্রীতিপ্রদ কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ গদাহস্তে যুদ্ধ অন্বেষণ করিতে করিতে স্বর্গে উপস্থিত হইল। তাহার পদে কাঞ্চনময় নূপুর বাজিতেছিল এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী দুলিতে ছিল। বেগশালী দৈত্য মনোবল, শারীরবল এবং ব্রহ্মার বরবলে দর্পিত হইয়াছিল; সুতরাং কিছুতেই ভীত বা প্রতিহত হইত না। হস্তে এক বৃহতী গদা ধারণ করিয়াছিল। অমরগণ এতাদৃশ দৈত্যকে যুদ্ধার্থী হইয়া আসিতে দেখিয়া, গরুড়ের ভয়ে সর্পকুলের ন্যায়, সকলেই লুক্কায়িত হইলেন। মহাবলশালী দৈত্যরাজ ইন্দ্র প্রভৃতি অমরদিগকে তাহার তেজোমাত্রেই তিরোহিত হইতে দর্শন করিয়া উন্মত্তের ন্যায় ভীষণ শব্দ করিল। অনন্তর আপনিই নিবৃত্ত হইয়া মত্ত গজের ন্যায় অতি-গম্ভীর

ভীমরাবী সমুদ্রে প্রবেশ করিল। তাহাকে প্রবিষ্ট দেখিয়া মকর কুম্ভীর প্রভৃতি বরুণের সৈনিকদিগের বুদ্ধি ভীতিবশতঃ অবসন্ন হইয়া গেল। দৈত্য তাহাদিগকে প্রহার করিল না; তথাপি তাহারা তাহার তেজোমাত্রে ভীত হইয়া অতিদূরে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তাত! মহাবল হিরণ্যাক্ষ সাগর-গর্ভে বরুণের বিভাবরী-নাম্নী পুরীতে বহু বৎসর বসতি করিল। তৎকালে তাহার নিশ্বাস-বলে মুহুর্মুহু অতি ভীষণ তরঙ্গ-সকল উত্থিত হইতে লাগিল; দৈত্য পিষ্টলৌহময়ী গদা দ্বারা সেই তরঙ্গমালার উপর আঘাত করিয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে হাসিতে হাসিতে পাতালপতি, কুম্ভীরাদির অধিনায়ক বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করত উপহাস করিল; এবং কহিল, হে রাজরাজ! আমাকে যুদ্ধ দান করুন। আপনি লোকপালের অধিপতি, মহাযশস্বী এবং বীর্য্যাভিমানীদিগের বীর্য্যাপহারী। আর, আপনি ইতিপূর্ব্বে দৈত্য, দানব, প্রভৃতি যাবতীয় লোক জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞে ভগবান্‌কে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন।

প্রবৃদ্ধ-দর্প-শত্রু-কর্ত্তৃক এই রূপে অপমানিত হইয়া জলাধি-পতি বরুণের অত্যন্ত ক্রোধ হইল। কিন্তু তিনি বুদ্ধিপূর্ব্বক ক্রোধ দমন করিয়া কহিলেন, আমাদিগের যুদ্ধকৌতুক নিবৃত্ত হইয়াছে। আর, তুমি রণপণ্ডিত। সুতরাং পুরাতন পুরুষ ভিন্ন তোমাকে যুদ্ধে সন্তুষ্ট করিতে পারেন, এরূপ ব্যক্তি আর দেখিতেছি না। অতএব হে অসুর-শ্রেষ্ঠ! তুমি তাঁহার নিকটেই গমন কর। তোমার ন্যায় বীরগণ রণের নিমিত্ত তাঁহাকেই প্রার্থনা করেন। তাঁহার নিকট গমন করিলে অবি-

লম্বেই তোমার দর্প চূর্ণ হইবে; এবং তুমি কুক্কুরগণে পরিবৃত হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিবে। দুষ্টের দমন করিয়া সাধুদিগের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত তিনি নানা রূপ ধারণ করেন।

আদিদৈত্যের উৎপত্তি-নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

মৈত্রেয় বলিলেন, বরুণের মুখে প্রতিযোদ্ধার কথা শ্রবণ করিয়া হিরণ্যাক্ষের চিত্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিল। "তুমি রণভূমিতে শয়ন করিবে", জলাধিপতি এই যে কথা কহিয়াছিলেন, গর্ব্বে অন্ধ হইয়া দৈত্য সে কথা গ্রাহ্য করিল না। নারদের মুখে হরির বর্ত্তমান চেষ্টা[১] অবগত হইয়া অতিবেগে রসাতলে প্রবিষ্ট হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল সর্ব্ববিজয়ী শ্রীহরি দংষ্ট্রার অগ্রভাগে পৃথিবী বহন করিতেছেন। তাঁহার অরুণবর্ণ-দৃষ্টি-ক্ষেপে দৈত্যের তেজ নষ্ট হইয়া গেল; তথাপি সে উপহাস করিয়া কহিল, আহা, কি আশ্চর্য্য! বরাহ জলে চরিতেছে! অনন্তর হরিকে(আহ্বান করিয়া) কহিল, অহে! ধরণীকে পরিত্যাগ কর। বিশ্বস্রষ্টা ইহাঁকে অস্মদাদি-জলচরদিগকে সমর্পণ করিয়াছেন। হে সুরাধম! হে শূকরবিগ্রহশালিন্! তুমি এরূপ বিবেচনা করিও না যে, আমার সমক্ষে তুমি আমাদিগের মঙ্গলের সহিত ইহাঁকে হরণ করিতে সমর্থ হইবে। আমাদিগের বিপক্ষেরা আমাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত কি কারণে

১ অর্থাৎ, তিনি এক্ষণে কোথায় আছেন এবং কি করিতেছেন।

তোমায় ভজনা করে, বলিতে পারি না। তুমি ত পরোক্ষ থাকিয়াই মায়াবলে জয় কর। যোগমায়াই তোমার বল। তোমার বাস্তবিক পৌরুষ কিছুই নাই। যাহা হউক্, মূঢ়! অদ্য তোমাকে সংহার করিয়া বন্ধুবান্ধবদিগের শোক শান্তি করিব। আমার হস্তচ্যুত গদাদ্বারা তোমার মস্তক চূর্ণীকৃত হইলে, যে সকল ঋষি ও দেবগণ তোমার পূজা করে, তাহারা ছিন্নমূল হইয়া সুতরাং আপনাপনিই বিনষ্ট হইবে।'[১]

শত্রুর এতাদৃশ কটূক্তিরূপ-তোমরের প্রহারে হরির ব্যথা জন্মিল। কিন্তু তিনি দেখিলেন, তাঁহার দংষ্ট্রাগ্রলগ্না ধরিত্রী ভয়ে কম্পিত হইতেছেন, । সুতরাং তিনি ব্যথা সহ্য করিয়া, যেরূপ কুম্ভীর-তাড়িত করী করিণীর সহিত নির্গত হয়, সেই-রূপ জল হইতে নির্গত হইলেন। ভীষণদংষ্ট্র, স্বর্ণের ন্যায়

---

১ হিরণ্যাক্ষ হরিকে তিরস্কার করিয়া যে যে বাক্য বলিয়াছিল ; অর্থান্তরে তদ্দ্বারা তাঁহার স্তবই করা হইয়াছিল। 'অহো বনগোচরো মৃগঃ' অর্থাৎ 'বরাহ জলে চরিতেছে' ইহার এরূপ অর্থও হয় যে 'অহো জলশায়ী নারায়ণ ; ইনিই যোগীদিগের অন্বেষণীয়।' অপর, সে ভগবানকে 'অজ্ঞ' বলিয়াছিল। অজ্ঞের এরূপ অর্থও হইতে পারে যে, যাঁহা হইতে 'জ্ঞ' অর্থাৎ 'অভিজ্ঞ' আর কেহই নাই। 'সুরাধম' শব্দের অর্থ এরূপও হইতে পারে যে, যাঁহা হইতে অন্যান্য সুরগণ সকলেই অধম। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল কথা কহে তাহার অর্থ এইরূপও হইতে পারে যে 'তুমি এই পৃথিবীর সহিত বর্ত্তমান হইয়া আমাদিগের 'মঙ্গল' অর্থাৎ রাজ্য প্রাপ্ত হইবে ; তথাপি আমাদিগের প্রতি কৃপা করিয়া এই ধরাকে পরিত্যাগ কর। তুমি কেবল লীলাবশতঃ এই শূকররূপ স্বীকার করিয়াছ।' ঐ দৈত্য তদনন্তর যে বাক্য বলিয়াছিল, তাহার অর্থ ইহাও হইতে পারে, আমাদের বৈরিবর্গ অর্থাৎ দেবঋষিগণ অভয়, অর্থাৎ মোক্ষ নিমিত্ত তোমাকে আশ্রয় করে, তুমি পরোক্ষ অর্থাৎ দূরে থাকিয়াও জয় কর, তোমার যোগমায়া রূপ অচিন্ত্য বল ; পৌরুষ তোমার নিকট তুচ্ছ পদার্থ মাত্র ; তোমাকে সংস্থাপন করিয়া, অর্থাৎ ভক্তি পূর্ব্বক হৃদয়মধ্যে স্থির করিয়া সুহৃদ্গণের সংসারদুঃখ নাশ করি। তাহার পর যে বাক্য কহে, তাহারও এই অর্থ হইতে পারে, যথা আমার হস্ত হইতে চ্যুতা গদা দ্বারা তোমার মস্তক চূর্ণ হইবে না, তাহাতে বরং তুমি সুখে অবস্থিতি করিবে। তুমি ঐরূপ হইলে যে সকল দেবতা ও মুনি তোমার নিমিত্ত পূজোপাহার আহরণ করেন তাঁহারা স্বয়ং অর্থাৎ উদ্যম না করিলেও 'অমূল অর্থাৎ দৃঢ়মূল হইবেন।'

সমুজ্জ্বল-কেশ দৈত্য তাঁহাকে জল হইতে বহির্গমন করিতে দর্শন করিয়া, যেরূপ মকর হস্তীর পশ্চাৎ ধাবিত হয়, সেইরূপ তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইল; এবং বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কহিল, নির্লজ্জ অসাধু ব্যক্তির কোন্ কর্ম্ম নিন্দনীয় বলিয়া বোধ হইতে পারে ?

এ দিকে হরি সলিলের উপরিভাগস্থ ব্যবহারোপযুক্ত প্রদেশে পৃথিবীকে স্থাপন করিয়া শত্রুর সমক্ষেই তাহাতে আপনার আধারশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সুবর্ণময়-অলঙ্কারধারী ; গদাহস্ত ; বিচিত্র-স্বর্ণাঙ্গদ-শোভী দৈত্য (তখনও) তাঁহার পশ্চাৎ ভাগে অবস্থিতি করিয়া কটু বাক্যে তাঁহার মর্ম্মভেদ করিতেছিল। তাহাতে তিনি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অবশেষে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, অরে দৈত্য ! সত্যই আমি বরাহ; তোর সমান কুক্কুর সকলকে অন্বেষণ করিয়া জল-মধ্যে ভ্রমণ করিতেছি। রে অভদ্র ! তোরা মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত নহিস্; সুতরাং যাঁহারা যথার্থ বীর, তাঁহারা তোদিগের শ্লাঘায় কর্ণপাত করেন না। বিধাতা তোদিগকে এই ধরণী অর্পণ করিয়াছিলেন ; আমি তাঁহাকে হরণ করিয়াছি; সেই হেতু তুই গদাহস্তে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিস। সুতরাং আমি ভীতিবশতঃ শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছি; তথাপি আমাকে যুদ্ধস্থলে কথঞ্চিৎ অবস্থিতি করিতে হইবে। কোথায় বা পলায়ন করিব ! বলবানের সহিত শত্রুতা করিয়াছি; (সুতরাং কোন স্থানেই নিস্তার নাই।) যাহারা পদাতির যূথপতি, তুই তাহাদিগেরও অধিনায়ক ; অতএব আর বিতর্ক না করিয়া আমাকে নিপাত করিবার নিমিত্ত শীঘ্র আসিয়া যুদ্ধ

কর; এবং আমাকে সংহার করিয়া আত্মীয়দিগের অশ্রুধারা মার্জ্জন কর। যাহারা প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ না করে, তাহারা সভায় উপবিষ্ট হইবার পাত্র নহে।

মৈত্রেয় বলিলেন, সর্পকে ক্রীড়া করাইলে, তাহার যেরূপ ক্রোধ জন্মে, ভগবান্ ক্রোধপূর্ব্বক তিরস্কার এবং উপহাস করিলে পর দৈত্যের সেইরূপ ক্রোধ হইল। তাহার ইন্দ্রিয়সকল কোপে বিচলিত হইয়া উঠিল এবং নাসা হইতে দীর্ঘ নিশ্বাস বহিতে লাগিল। দৈত্য ক্রুদ্ধ হইয়া বেগে হরির প্রতি ধাবিত হইল; এবং নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করত গদা নিক্ষেপ করিল। কিন্তু যেরূপ যোগারূঢ় ব্যক্তি মৃত্যুকে বঞ্চনা করেন, সেইরূপ ভগবান্ কিঞ্চিৎ বক্র হইয়া রিপুপ্রহিত সেই গদাবেগ অতিক্রম করিলেন। দৈত্য তাহাতে দ্বিগুণতর ক্রুদ্ধ হইয়া অধর দংশন করিতে করিতে পুনর্ব্বার নিজ গদা গ্রহণ করিল এবং বারংবার ঐ গদা ঘূর্ণিত করিয়া হরির প্রতি ধাবিত হইল। তখন প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুর দক্ষিণ ভ্রূদেশ লক্ষ্য করত গদা নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু কৌরব! দৈত্য গদাযুদ্ধে সুনিপুণ ছিল; সুতরাং আপন গদাদ্বারা তাঁহার সেই গদা নিবারণ করিল। হরি ও হিরণ্যাক্ষ পরস্পর পরস্পরকে জয় করিতে বাসনা করিয়া উভয়ে বৃহতী গদা গ্রহণ করত এইরূপে উভয়কে আঘাত করিতে লাগিলেন; উভয়েই উভয়কে স্পর্দ্ধা করিতে আরম্ভ করিলেন; গদাপ্রহারজন্য উভয়েরই অঙ্গ হইতে রুধিরধারা বহিতে লাগিল; রক্তের আঘ্রাণে উভয়েরই ক্রোধ বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল; এবং উভয়েই উভয়কে

জয় করিতে অভিলাষী হইয়া নানা প্রকারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ; বোধ হইল যেন দুই বলীবর্দ্দ গাভীর নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মায়াযোগে-শূকররূপী মহাত্মা যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ ও হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীর নিমিত্ত (পরস্পর এইরূপে) যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, ব্রহ্মা ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া সেই যুদ্ধ দর্শন করিতে আগমন করিলেন। ঋষিসহস্রের অধিনায়ক পদ্মযোনি আগমন করিয়া দেখিলেন, দৈত্যের গর্ব্ব অতিশয় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে ; তাহার ভয় মাত্রে নাই ; সে সর্ব্ব প্রকারেই প্রতীকার করিয়া রাখিয়াছে ; এবং তাহার বিক্রম নিবারণ করা সুকঠিন। তখন তিনি আদিবরাহরূপী নারায়ণকে কহিলেন, দেব! এই দৈত্য আমার নিকট বরলাভ করিয়া আপনার পাদমূলাশ্রয়ী দেবতা, মনুষ্য, গাভী ও অন্যান্য নিরপরাধী জীবগণের প্রতি অনর্থক অপরাধ আরোপ করিয়া তাহাদিগের অপকার ও ভয়োৎপাদন করিতেছে এবং প্রতি-পক্ষ অন্বেষণ করিয়া ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতেছে ; কিন্তু কোথায়ও ইহার প্রতিপক্ষ মিলিতেছে না। বালক যেরূপ ক্রুদ্ধ সর্প লইয়া ক্রীড়া করে, আপনি সেইরূপ এই মায়াবী ; অহঙ্কৃত ; নির্ভয় ও অসত্তম দৈত্যকে লইয়া ক্রীড়া করিবেন না। হে অচ্যুত! আপন বেলা[১] প্রাপ্ত হইয়া এই ঘোর দানবের বল বৃদ্ধি না পাইতে পাইতেই, আপনি নিজ মায়া অবলম্বন করিয়া এই পাপকে বিনাশ করুন। হে সর্ব্বাত্মন্! হে প্রভো! (চাহিয়া দেখুন) লোকনাশকরী দারুণ-সন্ধ্যা ঐ আগমন করিতেছেন। আপনি এই সময় দেবতাদিগের জয় সাধন

১ আসুরী বেলা।

করুন। অভিজিৎ[1] নামে মুহূর্তযোগ প্রায় গত হয়; আপনি এই সময় আপনার সুহৃৎ আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত শীঘ্র এই দুস্তর দৈত্যকে নিপাত করুন। আপনি আপনাকেই ইহার মৃত্যুরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদিগের সৌভাগ্য-বশতঃ দুরাত্মা আপনিই আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি ইহাকে আক্রমণ করত যুদ্ধে বিনাশ করিয়া লোককে সুখে স্থাপন করুন।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

মৈত্রেয় বলিলেন, নাসাসম্ভূত ভগবান্ বিরিঞ্চির অক-পট সত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করত[2] প্রেমপূর্ণ কটাক্ষ-বিক্ষেপপূর্ব্বক ঐ বাক্য স্বীকার করিলেন। অনন্তর গদাহস্তে লম্ফ প্রদান করিয়া সম্মুখচারী অকুতোভয় দৈত্যের হনুতে আঘাত করিলেন। কিন্তু দানবের গদাপ্রহারে তাঁহার সেই গদা তাঁহার হস্ত হইতে চ্যুত এবং ঘুরিতে ঘুরিতে ভূমিতে পতিত, হইয়া শোভিত হইল। সেই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া উঠিল! দৈত্য সেই সময় বিলক্ষণ অবসর পাইয়াছিল; কিন্তু হরিকে নিরস্ত্র দেখিয়া যুদ্ধধর্ম্ম প্রতিপালন করত প্রহার করিল

১ মধ্যাহ্ন কাল।

২ আমি কালরূপী; ব্রহ্মা তথাপি আমাকে মুহূর্ত্তের উপদেশ দিতেছেন; এই ভাবিয়া ভগবান্ হাস্য করিলেন।

না; কেবল তাঁহার কোপোৎপাদন করিতে লাগিল। (যখন হরি-প্রহিত) গদা ব্যর্থ হইয়া যায়, তখন দেবতাদিগের মধ্যে হাহাকার উঠিয়াছিল। (তাহা শ্রবণ করিয়া) বিভু "মাভৈঃ" শব্দে তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করত সুদর্শনকে স্মরণ করিলেন। দৈত্য হরির একজন প্রধান পার্ষদ। এই নিমিত্ত তিনি সুদর্শন ঘূর্ণিত করিয়া সম্যক্ রূপে তাহার সঙ্গ অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু খেচরেরা তাহা জ্ঞাত ছিলেন না; সুতরাং তাঁহারা নানা জনে নানা কথা কহিতে কহিতে ভগবান্‌কে কহিতে লাগিলেন, আপনার মঙ্গল হউক্; আপনি ইহাকে বিনাশ করুন।

এ দিকে পদ্মপলাশলোচন হরিকে সুদর্শনহস্তে সম্মুখে অবস্থিতি করিতে দর্শন করিয়া দৈত্যের ইন্দ্রিয় সকল ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। করালদংষ্ট্র দানব রোষভরে অধরোষ্ঠ দংশন করিতে করিতে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। অনন্তর দুই চক্ষু ভগবানের প্রতি প্রয়োগ করিয়া, যেন তাঁহাকে দগ্ধ করত, গদাহস্তে ধাবিত হইল, এবং "এই হত হইলি" বলিয়া আঘাত করিল। কিন্তু সাধো! যজ্ঞশূকর হরি বায়ুবেগশালিনী সেই গদাকে বামপদের প্রহারদ্বারা অবলীলাক্রমে শত্রুর সমক্ষেই নিবারণ করিলেন; এবং কহিলেন, তুই জয় করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্; অতএব অস্ত্র গ্রহণ করিয়া যত্ন কর। এই কথা শ্রবণ করিয়া দৈত্য পুনর্ব্বার গদা নিক্ষেপ করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিল। ভগবান্ সেই গদাকে আসিতে দেখিয়া বিচলিত হইলেন না; কিন্তু, গরুড়

যেরূপ সর্পিণীকে ধারণ করেন, সেইরূপ অবলীলাক্রমে ঐ গদা ধারণ করিলেন। আপন পৌরুষ ব্যর্থ হইয়া গেল, দেখিয়া দৈত্যের মানভঙ্গ ও প্রভা মলিন হইল। হরি তাহাকে গদা প্রত্যর্পণ করিতে চাহিলেন; কিন্তু সে তাহা গ্রহণ করিল না। প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় দাহলোলুপ এক ত্রিশূল গ্রহণ করিয়া, যে রূপ কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণের প্রতি অভিচার[১] প্রয়োগ করে, সেই রূপ যজ্ঞমূর্ত্তি হরির প্রতি নিক্ষেপ করিল। দৈত্যসেনার উৎকৃষ্ট-দীপ্তিশালি সেই অস্ত্র প্রহিত হইয়া আকাশ-মধ্যে বিরাজিত হইল। কিন্তু ইন্দ্র যে রূপ গরুড়ের পরিত্যক্ত পক্ষ ছেদ করিয়াছিলেন,[২] হরি সেইরূপ শাণিত-ধার চক্র দ্বারা উহাকে ছেদন করিলেন। চক্র দ্বারা নিজ শূল খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, দর্শন করিয়া দৈত্য দ্বিগুণ-তর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল; এবং হরির সম্মুখে আগমন করিয়া তাঁহার বিস্তৃত বক্ষঃস্থলে অতি-কঠিন মুষ্টি প্রহার করত সিংহনাদ-পরিহার-পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইল। বিদুর! দৈত্য এইরূপে আঘাত করিল বটে; কিন্তু যেরূপ হস্তী মালার প্রহারে কম্পিত হয় না, সেইরূপ আদিশূকর ভগবান্ কোন অংশেই কম্পিত হইলেন না।

অনন্তর দানব যোগমায়ার অধীশ্বর হরির প্রতি নানা

---

১ মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতি মন্ত্র।—কিন্তু ঐ সকল ব্রাহ্মণের প্রতি প্রহিত হইলে কোন কার্য্যকারক হয় না।

২ গরুড় যখন অমৃত হরণ করিয়া প্রস্থান করেন, ইন্দ্র তখন তাঁহার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করেন। কিন্তু বজ্রপ্রহারে তাঁহার অণুমাত্রও ব্যথা হইল না। তখন তিনি উপহাস করিয়া ইন্দ্রকে কহিলেন, তোমার বজ্র ব্রাহ্মণের অস্থিতে নির্ম্মিত। অতএব উহার মান রক্ষার নিমিত্ত আমি এই একটী পক্ষ পরিত্যাগ করিলাম; তুমি ইহাকেই দগ্ধ কর। বজ্র সেই পক্ষটীই দগ্ধ করিল।

মায়া বিস্তার করিল। সেই সকল দর্শন করত ভীত হইয়া প্রজা সকল মনে করিল বিশ্বের প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে। হঠাৎ ধূলিপটল উৎক্ষিপ্ত করিয়া প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল। তাহাতে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। প্রস্তরখণ্ডসমূহ যেন কোন যন্ত্র দ্বারাই প্রক্ষিপ্ত হইয়া নানা দিক্ হইতে পতিত হইতে লাগিল। আকাশ ভীমরাবী বিদ্যুন্মণ্ডিত মেঘনিকরে ব্যাপ্ত হওয়াতে তারকাপুঞ্জ বিলুপ্ত হইল। সেই সকল মেঘ হইতে পূতি, কেশ, রক্ত, পুরীষ, মূত্র ও অস্থি বারংবার বর্ষণ হইতে লাগিল। অনঘ! বোধ হইল যেন পর্ব্বতসকল নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিতেছে। দিগম্বরী মুক্তকেশী কতশত রাক্ষসী শূলহস্তে ধাবিত হইল। অসংখ্য যক্ষঃ ও রক্ষোগণ বধোদ্যত হইয়া কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ অশ্বে, কেহ বা পাদচারে (আসিয়া) অতি-নিষ্ঠুর ("মার মার") শব্দ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ এই সকল প্রকটীকৃত আসুরী মায়া সংহার করিয়া আপনার অতিপ্রিয় সুদর্শনাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তখন ভর্ত্তার বাক্য স্মরণ করিয়া হঠাৎ দিতির হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার স্তন হইতে রুধিরধারা বহিতে লাগিল।

এ দিকে আপনার মায়া ব্যর্থ হইয়া গেল দেখিয়া দৈত্য পুনর্ব্বার কেশবের দিকে ধাবিত হইল; এবং ক্রোধভরে তাঁহাকে বাহুদ্বয়ে বেষ্টন করিল; কিন্তু দেখিল তিনি বাহুর বহির্ভাগে অবস্থিতি করিতেছেন। (তখন) সে তাঁহাকে বজ্রকঠিন মুষ্টি প্রহার করিল। অধোক্ষজ ভগবান্ (মুষ্টিদ্বারা আহত হইয়া) যে রূপ পুরন্দর বৃত্রাসুরকে আঘাত করিয়া-

ছিলেন, সেই রূপ অসুরের কর্ণমূলে করাঘাত[১] করিলেন। বিশ্বস্রষ্টা অবহেলাপূর্ব্বক আঘাত করিলেন; তথাপি সেই আঘাতে দৈত্যের কলেবর ঘূর্ণিত ও চক্ষুর্দ্বয় ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল, এবং বাহু, অঙ্ঘ্রি ও মস্তক অবশ হইয়া পড়িল। অসুর বায়ুবলে উন্মূলিত শৈলরাজের ন্যায় পতিত হইল।

অকুণ্ঠিতদীপ্তি করালদংষ্ট্র দানব অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া ভূমিতে শয়ন করিল; দর্শন করত ব্রহ্মাপ্রভৃতি দেবগণ আনন্দিত হইয়া (পরস্পর) কহিতে লাগিলেন, অহো, এতাদৃশ মৃত্যু কে লাভ করিতে পারে! আরোপিত লিঙ্গশরীর হইতে মুক্তিলাভ করিতে বাসনা করিয়া যোগীগণ সমাধি অবলম্বন করত নির্জ্জনে যাঁহাকে ধ্যান করেন, দৈত্যরাজ কি তাঁহারই পদদ্বারা আহত হইয়া তাঁহার মুখাবলোকন করিতে করিতে তনু ত্যাগ করিল!

অমরবৃন্দ (এই প্রকার কহিয়া অবশেষে ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া) কহিলেন, অখিল যজ্ঞের কারণীভূত আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। আপনি (বিশ্বের) পালন নিমিত্ত বিশুদ্ধ সত্বমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। জগতের মর্ম্মভেত্তা এই দৈত্য আমাদিগের ভাগ্যক্রমে আপনার হস্তে বিনষ্ট হইল। আপনার চরণে ভক্তি করিয়া থাকি বলিয়াই আমরা সুস্থ হইলাম।

মৈত্রেয় বলিলেন, সেই আদিবরাহরূপী হরি অসহ্যবিক্রম হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করিয়া নিরন্তর-উৎসব-পূরিত আপন লোকে গমন করিলেন। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেব ও ঋষিগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

---

১ অর্থাৎ—অগ্রভাগের পদদ্বারা আঘাত।

হে সুমিত্র! হরি অবতীর্ণ হইয়া যে রূপে উদারবিক্রম হিরণ্যাক্ষকে ক্রীড়াসাধন সামগ্রীর ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা আমি যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তোমার নিকট সেইরূপ অবিকল এই উল্লেখ করিলাম।

সূত বলিলেন, দ্বিজ! ভগবানের প্রধান ভক্ত বিদুর মৈত্রেয়ের মুখে ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। পবিত্রকীর্ত্তি বিস্তৃতযশাঃ অন্যান্য সাধুদিগের চরিত্র শ্রবণ করিলেও আনন্দ জন্মে। অতএব স্বয়ং শ্রীবৎসলক্ষণ ভগবানের চরিত্র শ্রবণ করিয়া আনন্দ জন্মিবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি? একদা এক হস্তী কুম্ভীরগ্রস্ত হওয়াতে তাহার করিণীগণ উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করে। কিন্তু দন্তী ভগবানের চরণকমল ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হয়। হরি তৎক্ষণমাত্রেই আগমন করিয়া তাহাকে বিপদ্ হইতে মুক্ত করেন। সুতরাং তিনি অনন্যগতি মনুষ্যমাত্রেরই সুখসেব্য। অতএব কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহাকে সেবা না করিবেন? অসাধু ব্যক্তিরাই তাঁহাকে দুরারাধ্য বলিয়া বোধ করে।

যিনি আদি-শূকর-রূপী ভগবানের হিরণ্যাক্ষ-বিনাশ-রূপ মহাদ্ভুত বিচেষ্টিত শ্রবণ করেন; গান করেন; এবং অনুমোদন করেন; হে দ্বিজ! তিনি ব্রহ্মহত্যাপাতক হইতেও নিশ্চয় মুক্ত হন। এই হিরণ্যাক্ষ-বধ-বৃতান্ত পুণ্যজনক; সাতিশয় পবিত্র; ধন্য; যশস্য; আয়ু ও আশীর্ব্বাদের আলয় এবং যুদ্ধে মন ও ইন্দ্রিয়ের বলসাধক। যাঁহারা ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা অন্তে নারায়ণকে প্রাপ্ত হন।

হিরণ্যাক্ষ-বধ-নামক ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন, সূতনন্দন! স্বায়ম্ভুব মনু পৃথিবীকে বাসস্থান লাভ করিয়া ঈশ্বরের অভ্যন্তর-লীন জীবগণকে বহিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত কি কি উপায় গ্রহণ করিলেন। বিদুর কৃষ্ণের প্রধান ভক্ত ও একান্ত সুহৃৎ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণ (কৃষ্ণের মন্ত্রণা অবহেলন-রূপ) অপরাধে অপরাধী হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন। তিনি দ্বৈপায়নের অঙ্গজ। মহিমায়ও দ্বৈপায়ন হইতে কোন অংশে ন্যূন নহেন। তিনি একান্তচিত্তে কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। যাঁহারা কৃষ্ণপর, তিনি তাঁহাদিগেরও সেবা করিতেন। তীর্থ-সেবন-জন্য পাপ-শূন্য হইয়া তিনি গঙ্গাদ্বারে সমুপবিষ্ট তত্ত্ববিৎশ্রেষ্ঠ মহামুনি মৈত্রেয়কে অন্যান্য কি কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? তাঁহারা দুই জনে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলে, নিশ্চয়ই গঙ্গাজলের ন্যায় দুরিতহরা হরির পাদপদ্মাশ্রয়িণী নির্ম্মল-কথা হইয়াছিল। তুমি সেই কীর্ত্তনযোগ্য-অদ্‌ভুত-যশাঃ হরির কথা উল্লেখ কর। তোমার মঙ্গল হউক্। কোন্ ব্যক্তি রসজ্ঞ হইয়া হরিলীলামৃত পান করত পরিতৃপ্তি বোধ করিতে পারেন?

উগ্রশ্রবা নৈমিষারণ্যে সমাসীন ঋষিদিগের এই প্রশ্ন-শ্রবণে ভগবানে আত্মা সমর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, শ্রবণ করুন্। হরি আপন মায়া-যোগে বরাহমূর্ত্তি স্বীকার করিয়া রসাতল হইতে ধরণীকে উদ্ধার এবং অবলীলাক্রমে হিরণ্যাক্ষকে

সংহার করিয়াছিলেন, শ্রবণ করিয়া ভরতনন্দন বিদুর সাতিশয় আনন্দিত হইলেন ; এবং মুনিবর মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রজাপতিদিগের অধিপতি ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি-প্রসঙ্গে প্রজাপতিদিগকে সৃষ্টি করিয়া অবশেষে কি করিয়াছিলেন, আপনি আমার নিকট তাহা উল্লেখ করুন ; কারণ, আপনি গুপ্ত বিষয় অবগত আছেন। আপনি যে মরীচি প্রভৃতি (মুনিগণ) ও স্বায়ম্ভুব মনুর কথা কহিলেন, তাঁহারা ব্রহ্মার আদেশে কি প্রকারে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন? তাঁহারা কি প্রত্যেকে সস্ত্রীক বা স্বতন্ত্র হইয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন? অথবা সকলে মিলিত হইয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন?

মৈত্রেয় বলিলেন, জীবের অদৃষ্ট, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা মহাপুরুষ ও কাল ; এই তিনের সংসর্গে বিকারশূন্য গুণত্রয় বিক্ষোভিত হইয়া তাহা হইতে মহৎ উৎপন্ন হইল। রজঃপ্রধান[১] ঐ মহত্তত্ত্ব ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত হইলে, উহা হইতে ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার উদ্ভূত হইল। ঐ অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত ও পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাত্রী পঞ্চ দেবতা উৎপাদন করিল। ভূতাদি পৃথক পৃথক্ কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হইল না ; কিন্তু দৈবযোগে পরস্পর মিলিত হইয়া ভৌতিক হৈম অণ্ড প্রসব করিল। ঐ অণ্ড আত্মশূন্য হইয়া সাগরসলিলে নিপতিত রহিল। ঈশ্বর তাহাতে সহস্র বৎসর বাস করিলেন। (অনন্তর) তাঁহার নাভি হইতে সহস্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী সর্ব্ব জীবের স্থানভূত এক পদ্ম উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মা সেই পদ্মে

---

১ মহত্তত্ত্ব বাস্তবিক সত্ত্বগুণপ্রধান বটে ; কিন্তু অহঙ্কারের উৎপাদনসময়ে কার্য্যানুসারে রজোগুণপ্রধান হইয়া থাকে।